The Weekly Bangla Patrika
সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯ এ পদার্পণ
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১২ ॥ সোমবার অগ্রহায়ণ ২৪, ১৪৩১ ॥ জমাদিউস সানি ৬, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 11 / December 9, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

Aladdin
Avjvw`b
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin Tel: 718-784-2554

ব্রঙ্কসে ট্রাকের ধাক্কায় নারী নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কসের টো ট্রাকের ধাক্কায় ৫৬ বছর বয়সী এক নারী নিহত হয়েছেন। ৭ ডিসেম্বর শনিবার মধ্যরাতে সেডন স্ট্রিট এবং সেন্ট রেমন্ড অ্যাভিনিউয়ের মন্টেফিয়োর ওয়েস্টচেস্টার স্কয়ার
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

তুলসী গ্যাবার্ডকে নিয়ে সাবেক কূটনীতিক ও গোয়েন্দাদের উদ্বেগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডকে নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে সাবেক প্রায় ১০০ কূটনীতিক, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা। পাশাপাশি তাকে নিয়ে সিনেটে রুদ্ধদ্বার বৈঠক আয়োজনের আহ্বান
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

কার যোগসাজশে কনস্যুলেট অফিসে সেই পিয়ন জাহাঙ্গীর!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুল আলোচিত পিয়ন ও ৪০০ কোটি টাকার মালিক জাহাঙ্গীর আলমের দেখা মিলেছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে। বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে এক কর্মকর্তার যোগসাজশে পাওয়ার অব এটর্নী করতে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যান জাহাঙ্গীর আলম। কিন্তু কনস্যুলেটে জাহাঙ্গীরের অবস্থান চাউর হলে বিব্রত হয়ে পড়েন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে কনসাল জেনারেল বিষয়টি জানতে পেরে জাহাঙ্গীরের পাওয়ার অব এটর্নীর সেবা দিতে অসম্মতি জানালে জাহাঙ্গীর কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে চলে যান।
এরপর থেকে কমিউনিটিতে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, কার নির্দেশে আলোচিত পিয়ন ও ৪০০

কেচোঁ খুঁড়তে বেরিয়ে আসছে সাপ

কোটি টাকার মালিক জাহাঙ্গীর আলমের পাওয়ার অব এটর্নীর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে, শুধুই চূড়ান্ত স্বাক্ষরের অপেক্ষায় ছিলো? একটি বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে, টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে।
জানা গেছে, গত জুলাইয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে দূর্নীতির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন 'আমার বাসার পিওন (জাহাঙ্গীর) ৪ শ কোটি টাকার



মালিক, হেলিক্যাপ্টার ছাড়া সে চলেই না'। এমন বক্তব্য প্রচারের পরই দেশ ছাড়েন জাহাঙ্গীর। পরে তার আত্মীয়ের বরাতে নিউইয়র্কে তার অবস্থানের সত্যতা পাওয়া যায়। তবে নিউইয়র্কে কোথায় আছেন সেটি কেউ নিশ্চিত হতে পারেন নি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের প্রায় ৪ মাস পর অবশেষে আলোচিত পিয়ন জাহাঙ্গীরের দেখা মিললো। ৪ ডিসেম্বর বুধবার তার দেখা মিলে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে।
অফিসের বিশ্বস্ত একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার সূত্রে জানিয়েছে, দুপুরের কিছু আগে, নীল-সাদা-হলুদ রংয়ের হুডি, ধূসর রংয়ের টুপি আর নীল রংয়ের জিন্স পড়ে এসেছিলোন চারশো কোটি টাকার আলোচিত পিওন জাহাঙ্গীর আলম। খয়েরি ফ্রেমের একটি চশমা ছিলো তার চোখে।পাওয়ার অব এটর্নীর কাজ করাতে এসেছিলেন তিনি। কনস্যুলাট অফিসের একজন অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিশেষ একটি ফোনে, তার সেই কাজ দ্রুতগতিতে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। যেহেতু অন্যতম উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার ফোন, কাজেই তার নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ দ্রুততা দেখান অফিসের লোকজন। জাহাঙ্গীর আলমের পাওয়ার অব এটর্নীর কাজ প্রায় শেষ ছিলো, শুধু বাকি ছিলো চূড়ান্ত স্বাক্ষরের।
এদিকে কনস্যুলেটে সেবা নিতে যাওয়া লোকজন তাকে দেখে চিনে ফেলায় জাহাঙ্গীর
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ভারতের মিডিয়ায় বাংলাদেশ নিয়ে ভুয়া খবরের হিড়িক!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের মিডিয়াগুলোতে ভুয়া খবরের হিড়িক লেগেছে। ৫ আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম কোন তথ্য যাচাই না করে পুরাতন ভিডিও ও ছবি ব্যবহার করে বাংলাদেশকে নিয়ে একের পর এক প্রতিবেদনে গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে
বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে হত্যাসহ অপরাধ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আশংকাজনকভাবে নিউইয়র্কে হত্যা, প্রকাশ্যে দোকানে ডাকাতি, বন্দুক হামলাসহ বিভিন্ন অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সম্প্রতি বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্রায়ান থম্পসনকে গুলি করে হত্যা



ও জ্যাকসন হাইটসে প্রকাশ্যে স্বর্ণের দোকানে লুটসহ সিটির বিভিন্ন স্থানে একাধিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত দেড় মাসে সিটিতে প্রায় ১৮ জন খুন হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।
তথ্যমতে, নিউইয়র্কের ম্যানহাট-ানে বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার এর প্রধান ব্রায়ান থম্পসন গুলিতে নিহত হয়েছেন। নিউইয়র্ক পুলিশ বলছে, 'সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালিয়ে' ব্রায়ানকে হত্যা করা হয়েছে। সন্দেহভাজন হামলাক-ারীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। বুধবার ভোরের দিকে ম্যানহাটানের হিলটন হোটেলের
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

অবৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশ গ্রহণ না করলে নির্বাসনে পাঠানো হবে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণ ডেপোর্টেশন পরিকল্পনায় অবৈধ অভিবাসীদের ফ্লাইটে তাদের নিজেদের দেশে পাঠানো হবে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে। তবে সেসব দেশ যদি তাদের গ্রহণ না করে তাহলে ঐ সকল অভিবাসীদের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করবেন ট্রাম্প। এমনটি হুশিয়ারী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর ট্রানজিশন টিমের।
বাহামার অভিবাসিদের ডিপোর্ট করা ফ্লাইট সে দেশে পাঠাবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বাহামা সরকার সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বাহামিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফিলিপ ডেভিসের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, 'বাহামাদের নির্বাসন ফ্লাইট গ্রহণ করার প্রকল্পটি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।'
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

নিউয়ার্কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি আগুনে ভস্মিভূত

৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ জার্সির নিউয়ার্কে দ্রুত গতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইওয়ে সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে আগুনে ভস্মিভূত হয়ে চালকসহ ৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে নিউ জার্সির নিউয়ার্কের রেমন্ড বুলেভার্ড এবং ব্ল্যানচার্ড স্ট্রিট এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। ৩৩ বছর বয়সী ড্যারিল ম্যাকনা-ইট ও ৩২ বছর বয়সী লামার ম্যাকনা
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

'মোবাইলের ম্যাসেজে হ্যাকারদের নজর'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা 'এফবিআই' সমস্ত আমেরিকানদের আইফোন এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে টেক্সট বার্তা পাঠানোর বিষয়ে একটি সতর্কতা জারি করেছে। এনবিসি'র রিপোর্ট 'অভূতপূর্ব সাইবারট্যাক'। যা মাইক্রোসফট
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ম্যানহাটনে ছুরিকাঘাতে অভিবাসী কিশোর নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহাটনে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এতে অভিবাসী ইয়েরেমি কলিনো নামের এক কিশোর নিহত এবং একজন আহত হয়েছে।
বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশে পলাতক সাবেক মন্ত্রী- প্রতিমন্ত্রী-এমপিরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশের দর্শকসারিতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কয়েকজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্যকে দেখা গেছে। সেখানে সাবেক এক মন্ত্রিপরিষদ সচিবকেও দেখা গেছে।
সমাবেশের দর্শকসারিতে যাঁদের বসে থাকতে দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান, সাবেক প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার।
ইস্ট লন্ডনের ইম্প্রেসন ভেন্যু হলে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের আয়োজনে শেখ
বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন

EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com

Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ভারতকে পছন্দ ৫৩.৬ শতাংশ আর অপছন্দ ৪১.৩ শতাংশ বাংলাদেশির





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের ৫৩.৬ শতাংশ মানুষ দেশ হিসেবে ভারতকে পছন্দ করেন। আর অপছন্দ করেন ৪১.৩ শতাংশ বাংলাদেশি। শনিবার (৭ ডিসেম্বর) ভয়েস অব আমেরিকা বাংলার এক জনমত জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপটির ফলাফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। দেশের মানুষ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সম্পর্কেও ভাল ধারণা পোষণ করেন।

জরিপে ১,০০০ উত্তরদাতাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট দেশকে ১ থেকে ৫ স্কেলে 'ভোট' দিয়ে তাদের মতামত জানাতে বলা হয়। স্কেলের ১ এবং ২ মিলে হয় 'পছন্দ' আর ৪ এবং ৫ মিলে 'অপছন্দ।' উত্তরদাতাদের ৫৯ শতাংশ পাকিস্তানকে 'পছন্দ' স্কেলে বাছাই করেন। ভারতের 'পছন্দ' স্কোর ছিল ৫৩.৬ শতাংশ।

তবে দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই চরম প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুটোর মধ্যে 'অপছন্দ' স্কেলে বেশ বড় ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, উত্তরদাতাদের ২৮.৫ শতাংশ পাকিস্তানকে 'অপছন্দ' করে মত দেন। ভারতের 'অপছন্দ' স্কোর ছিল ৪১.৩ শতাংশ।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশিদের সবচেয়ে 'অপছন্দ' হচ্ছে মিয়ানমার। বার্মা নামে পরিচিত মিয়ানমারকে 'অপছন্দ' স্কেলে রেখেছে ৫৯.১ শতাংশ উত্তরদাতা। 'পছন্দ' স্কেলে ২৪.৫ শতাংশ রায় দেন।

অন্যান্য বাছাই করা দেশের মধ্যে,'পছন্দ' স্কেলে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ভোট পায় (৬৮.৪ শতাংশ)। যদিও চীন (৬৬ শতাংশ), রাশিয়া (৬৪ শতাংশ) এবং যুক্তরাজ্যও (৬২.৭ শতাংশ) বেশি দূরে ছিল না।

অক্টোবরের ১৩ থেকে ২৭ তারিখ, ভয়েস অফ আমেরিকা দেশব্যাপী এই জরিপটি করে। জরিপটি ভয়েস অব আমেরিকা বাংলার এডিটোরিয়াল নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করে গবেষণা ও জরিপ প্রতিষ্ঠান ওআরজি কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড। ভয়েস অফ আমেরিকার ঠিক করে দেয়া সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের সাহায্যে টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দেশের আটটি বিভাগে ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী এক হাজার মানুষের মধ্যে জরিপটি পরিচালিত হয়।

জরিপে প্রকাশিত মতামতে ভারত এবং পাকিস্তান সম্পর্কে ধর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। মুসলিম উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.২ শতাংশ ভারতকে 'অপছন্দ' করেন। অমুসলিম (হিন্দু, ক্রিস্টান ও বৌদ্ধ) উত্তরদাতাদের ৪.২ শতাংশ ভারতকে 'অপছন্দ' করেন।

ভারতকে 'পছন্দ' স্কেলে মত দেন মুসলিম উত্তরদাতাদের ৫০.৭ শতাংশ আর অমুসলিম উত্তরদাতাদের ৯০.১ শতাংশ । পাকিস্তানের পক্ষে 'পছন্দ' স্কেলে ভোট দেন মুসলিম উত্তরদাতাদের ৬০.১ শতাংশ আর অমুসলিম উত্তরদাতাদের ৪৪.১ শতাংশ।

বয়স ভেদেও কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। তরুণদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি 'পছন্দ' ভারতের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে পছন্দের স্কেলে পাকিস্তান থেকে ভারত এগিয়ে আছে।

উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা ১৮-৩৪ বছরের বয়সী, তাদের ৪৭.৮ শতাংশ ভারতকে 'পছন্দ' এবং ৪৯.৩ শতাংশ 'অপছন্দ' করেছেন।

তবে ৩৫ বছরের উর্ধ্বে যে-সব উত্তরদাতা ছিলেন, তাদের মধ্যে ভারতকে ৫৯.৮ শতাংশ 'পছন্দ' আর ৩৫ শতাংশ 'অপছন্দ' করেছেন।

পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ভারতকে 'পছন্দ' করেন ৫২ শতাংশ। আর ৬৪.৪ শতাংশ পুরুষ পাকিস্তানকে 'পছন্দ' করেন। তবে নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৫.৩ শতাংশ ভারতকে 'পছন্দ' করেন। আর ৫৩.২ শতাংশ পাকিস্তানের 'পছন্দ' স্কেলে রায় দেন।

শহুরে এবং মফস্বলের উত্তরদাতাদের মনোভাবে খুব একটা পার্থক্য বের হয়ে আসেনি। শহুরেদের মধ্যে ৫০.৪ শতাংশ ভারতকে 'পছন্দ' স্কেলে রায় দিয়েছেন। আর পাকিস্তানকে দিয়েছেন ৬৩.৯ শতাংশ। মফস্বলের উত্তরদাতাদের ৫৪.৭ শতাংশ ভারতকে 'পছন্দ' করেছেন আর পাকিস্তানকে 'পছন্দ' করেছেন ৫৭.৩ শতাংশ।

সার্বিকভাবে, ভারত এবং পাকিস্তান 'পছন্দ' স্কেল প্রায় সমান হলেও, 'অপছন্দের' স্কেলে ভারতের পাল্লা বেশি ভারি। এর কারণ হিসেবে অনেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকাকে দায়ী করেন।





কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়





(শেষ পৃষ্ঠার পর)
প্যানেলকে সাথে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
এদিকে নির্বাচনে জয়ী না হয়েও রুহুল-জাহিদ প্যানেল ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করার উদ্যোগকে ঐক্যের নজির হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দরা। এর আগে সেলিম-আলী প্যানেলের বিজয় সমাবেশেও অংশ নেন রুহুল-জাহিদ প্যানেলের নেতৃবৃন্দরা। সেলিম-আলী ও রুহুল-জাহিদ প্যানেলের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন কমিউনিটিতে বেশ প্রশংসা কুড়াচ্ছে।
কমিউনিটির অনেকেই বলছেন, কমিউনিটিতে নেতৃত্বের কোন্দল এবং নানান অনৈক্যে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি সংগঠনগুলোতে দ্বিধাবিভক্তি ও ভাঙন দেখা যায়। কিন্তু নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক সেই ভাঙনের মাঝে ঐক্যের প্রতীক হয়ে আছে। আর এ সংগঠনের নির্বাচনকে ঘিরে কিছুটা দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিলো। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেই মতানৈক্যকে দূরে ঠেলে সোসাইটির ঐতিহ্য ও কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়ে রুহুল-জাহিদ প্যানেলের ঘোষণায় বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হবে। আমব্রেলা সংগঠনের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত প্রবাসী কমিউনিটি ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো ঐক্যের পথে ফিরবে এমন আশাবাদ প্রবাসী বাংলাদেশিদের।
সোমবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনুষ্ঠানে রুহুল-জাহিদ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব জে মোল্লা সানির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি আতোয়ারুল আলম। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ও রুহুল-জাহিদ প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, রুহুল-জাহিদ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জাহিদ মিন্টু, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি মইনুল ইসলাম, বুরহান উদ্দিন কফিল প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের সাবেক সভাপতি শাহীন কামালী ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ময়নু জামান চৌধুরী, কবি গৌছ খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট টি মোল্লা, মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কে ৪১ জন পেলেন এনআরবি এ্যাওয়ার্ড





(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ঘোষনা করেন শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম। প্রবাসের বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রবাসের উদীয়মান শিল্পী, কলা-কুশলীরাও পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরস্কার।
এবারে নিউইয়র্কে অনাবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) পুরস্কার যারা পেয়েছেন তারা হলেন-সোশ্যাল মিডিয়া তারকা প্রিসিলা, শিল্পী অনিক রাজ, শিল্পী মিতু মাহমুদ, সিলেট মোটর গাড়ির ডিলার, শিল্পী কামরুল ইসলাম, কুইন্স প্যালেসের সৈয়দ মুস্তাকিম, কুইন্স প্যালেসের রাবু, এক্টিভিস্ট আবদুর রহমান, এক্টিভিস্ট আবু তালেব চান্দু, নারী উদ্যোক্তা রানো নওয়াজ, নারী উদ্যোক্তা মুনমুন হাসিনা,বাংলা ট্রাভেলসের বেলাল হোসেন, চ্যান্সেলর আবু বকর হানিপ, ইমিগ্রান্ট হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও গিয়াস আহমেদ, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ, ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট নুরুল আজিম, হগে াবাল এমএস ইঙ্কের তারেক হাসান খান, মোহাম্মদ খালেক, নোয়া ডিস্ট্রিবিউটরের সত্বাধিকারী বিলাল চৌধুরী, ক্রেডিট কোরের মোহাম্মদ এ কাশেম, মোঃ খলিলুর রহমান, বেঙ্গল হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ জামিল হোসেন, সিপিএ মোহাম্মদ চিশতী, এক্টিভিস্ট হাসান জিলানী, সানম্যান গে াবাল এক্স কর্পোরেশন, আশরাফ চৌধুরী খোকন, আহসান হাবীব, এম এ হোসেন সেলিম, আবদুর রশিদ বাবু, রিদুয়ান হক, ডিজিটাল ট্রাভেলস, ফটো সাংবাদিক নেহার সিদ্দিক, ফটো সাংবাদিক তুষার, ডাঃ বর্নালী হাসান, সাংবাদিক আব্দুল আউয়াল মিন্টু, শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত শিল্পী রেশমি মির্জা, ফ্যাশন ডিজাইনার মানহা ক্লোজেট, সামাজিক কর্মী শাহানাজ হোসেন, অ্যাঙ্কর মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল ও সামাজিক কর্মী খায়রুল ইসলাম খোকন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলে নাচ ও গান।
শো টাইম মিউজিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর খান আলম বলেন, অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কাজটি কষ্ট সাধ্য হলেও ১৩ বছর ধরে শো টাইম মিউজিকের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসছি। এবারে আশানুরুপ ভাবে সাফল্য করতে সক্ষম হয়েছি। অনুষ্ঠানটি যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো তা সার্থক হয়েছে। আগামীতেও এভাবে পৃষ্ঠপোষক, কলা-কুশলীসহ সংশ্লিষ্ট ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে আরো উৎসাহিত করবেন। তিনি সকল পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পী, কলা-কুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শাহ নেওয়াজ, নুরুল আজিম, মোঃ হোসেন জামিল, খলিলুর রহমান, আহসান হাবিব, আব্দুর রশিদ বাবু ও হাসান জিলানী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী টিনা রাসেল, অংকন ইয়াসমিন, প্রতিক হাস্ া কামরুল ইসলাম, রানো নেওয়াজ, অনিক রাজ ও মিতু মাহমুদ।

চট্টগ্রাম সমিতির নব নির্বাচিতদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর





(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কমিটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। 'চট্টগ্রাম ভবন' এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়।
দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানের সভায় নতুন সভাপতির মোহাম্মদ আবু তাহেরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় শুরুতে পবিত্র কোরান এবং হাদিস নিয়ে আলোকপাত করেন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আনসারুল হক আজাহারি। এ সময় নির্বাচনী সভায় অসুস্থ হয়ে পড়া মোহাম্মদ আবু তাহেরের আরোগ্য লাভ করায় বিশেষ দোয়া করা হয়।
দোয়া মাহফিলের পরে সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, দুইবারের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সাবেক সভাপতি মুনির আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মোঃ শাহজাহান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খোকন কে চৌধুরী, সাবেক অর্থ সম্পাদক মতিউর চোধুরী, সাবেক কার্যকরী কমিটির সাবেক সদস্য কামাল হোসেন মিঠু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ চৌধুরী, সৈয়্যদ এম হোসেন বাবর, হাজী টি আলম, শওকত হোসেন স্বজন, শফিকুল আলম, ফরিদ আহমেদ, আবুল কালাম, জাবের শাফি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, ইমরুল কায়সার, মোহাম্মদ ইসা, নওশাদ কামাল,মোঃ আজিম সম্রাট, কাউচার চোধুরী, মেজবা আহমেদ, নূর মহম্মদ সওদাগর, জনাব মহম্মদ মানু, এডভোকেট আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ এনাম চৌধুরী, এমডি হাবিবুল আলম, মহম্মদ তারেক, মোহাম্মদ তানিম মহসিন, অজয় প্রসাদ তালুকদার, পল্লব রায় প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানানো হয় অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্যদের প্রতি এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি। দোয়া মাহফিল এবং মিলাদ মাহফিলে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে রাতের খাবার দিয়ে আপ্যায়ণ করা হয়।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

জাতীয় ঐক্য

সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস নেই

সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস নেই। এ বিষয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে। জনরোষের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া পৌনে ১৬ বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসক প্রতিবেশী দেশে বসে একের পর এক দাবার চাল চালছেন। উদ্দেশ্য গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৮ কোটি মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটানো। সে দিবাস্বপ্নে মদত জোগাচ্ছে প্রতিবেশী দেশের অসংযমী মনোভাব। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক অপপ্রচার চালিয়ে তারা সংঘাতের দিকে পা বাড়ানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকে জাতীয় ঐক্য গড়ার আহ্বানে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে সব দল। বাংলাদেশকে ঘিরে যে অশুভ চক্রান্ত চলছে, তা নস্যাতে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অংশগ্রহণকারী একটি বৃহৎ দলের পক্ষ থেকে। তাদের অভিমত, নির্বাচনী রোডম্যাপ প্রকাশ হলে সব ষড়যন্ত্র স্তব্ধ হবে। জনগণ নির্বাচনমুখী হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে যে প্রেরণা সৃষ্টি হবে, তা পতিত স্বৈরাচারের স্বপ্নে বাদ সাধবে। বৈঠক শেষে আইন উপদেষ্টা সাফ সাফ বলেছেন, বাংলাদেশকে দুর্বল নতজানু ভাবার অবকাশ নেই। সবার ওপরে দেশ, এ থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হব না। বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সব দল। সব ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার আরও শক্তভাবে মোকাবিলার প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকে।

বাংলাদেশের মানুষ অনেক রক্তের বিনিময়ে একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জিত হলেও জনগণের স্বাধীনতা অর্থাৎ কথা বলার, ভিন্ন মত প্রকাশ এবং স্বচ্ছ পরিবেশে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বারবার। এ দস্যুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দেশের মানুষ। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তা যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। পতিত স্বৈরাচার ও বিদেশি আধিপত্যবাদের হুমকি ঠেকাতে গড়ে তুলতে হবে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য।

অভিনন্দন টিম বাংলাদেশ

জয়ের ধারা অব্যাহত থাক

দীর্ঘ দেড় দশক পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট জিতল বাংলাদেশ। ১০১ রানের ব্যবধানে কিংসটনে টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা আনে টাইগার বাহিনী। শেষটা করেন নাহিদ রানা। ইয়র্কারে ভাঙেন শামার জোসেফের স্ট্যাম্প। বাংলাদেশ পেয়ে যায় জয়ের মুহূর্ত। শেষ টেস্টে মেহেদী হাসান মিরাজদের এ দারুণ জয় প্রাণের উল্লাসে উদযাপন করেছে জাতি। কিংসটনে এ বিজয়ের আরেক বড় মাহাত্ম্য দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। টিম বাংলাদেশকে অভিনন্দন। ১৫ বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বিজয় অর্জন করা টেস্ট দলের কেউ আর এখন নেই। তারপরও তারুণ্যদীপ্ত নবীন শক্তিতে দৃপ্ত বাংলাদেশ দল ২০০৯ সালের গ্রেনাডা টেস্টের দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী পার করে এসে, ক্যারিবীয়দের তাদেরই মাটিতে হারাতে পারল। দেশ-বিদেশ মিলিয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতল ছয় বছর পর। প্রথম ইনিংসে খুবই কম রান করেও টেস্ট জিতে দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন পেসাররা। সাবিনা পার্কে দাপট ছিল পেসারদেরই। বাঁ-হাতি স্পিনে তাইজুল দেখিয়েছেন চোখধাঁধানো চমক। পেস দাপটের এই ম্যাচেই দ্বিতীয় ইনিংস ৫০ রানে ৫ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। বিধ্বংসী বোলিংয়ে তাঁর পাশে ছিলেন নাহিদ রানা, হাসান মাহমুদরাও। সিরিজ সেরা তাসনিক, মহাকাব্যিক ইনিংস খেলা জাকের আলী মহিমান্বিত করেছেন দলের মর্যাদা। একে তো দেশের বাইরে, তারপরও চাপ শুষে, পরিস্থিতি বুঝে, শানিত বোলিং অ্যাটাকের বিপক্ষে জাকের যে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখিয়েছেন, দেশের টেস্ট ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সিরিজ জয় না হোক, সিরিজে পরাজিতও হয়নি বাংলাদেশ। শেষ টেস্ট জিতে ১৫ বছরের ব্যর্থতার গ্লানি ঘুচিয়েছে। এটাকেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তবে এ অর্জন শুধু বাইশ গজ দাপানো সাদা পোশাকের ওই এগারো দামালেরই নয়, পেছনে প্রেরণার শক্তি জুগিয়েছে ১৮ কোটি মানুষের অশেষ আবেগ, প্রাণঢালা শুভকামনা। প্রতিটি চার-ছয়, উইকেট শিকারে যারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছেন, উল্লাসে লাফিয়ে উঠেছেন। জয়ের এ ধারা ধরে রেখে ক্রিকেটবিশ্বে দলের মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় স্থাপন এবং জাতির মুখোজ্জ্বল করুক টাইগার বাহিনী।



রাজনৈতিক দলের সংস্কার করবে কে?

আমীন আল রশীদ

'প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে আপনি বা আপনার কোনো সহকর্মী কখনো কি দলের সভাপতির কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন?' বছর কয়েক আগে এক টিভি টকশোতে আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্যকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি প্রশ্নটির সরাসরি কোনো জবাব দেননি। তবে দলের ভেতরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা দলীয় প্রধানের সঙ্গে দ্বিমত ও ভিন্নমত পোষণের জায়গায় এখনও যে একটি বিরাট জুজুর ভয় রয়ে গেছে, তার বক্তব্যে সেটি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমরা। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যেমন সংসদ সদস্যদের নির্ভয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠনালি চেপে ধরে বলে মনে করা হয়, তেমনি পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি এবং দলীয় প্রধানের একাধিপত্য আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

প্রসঙ্গত, এক-এগারোর সরকার নামে পরিচিত বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনসহ অনেকগুলো সংস্কার ধারণা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। ওই অধ্যাদেশে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর ছয় মাসের মধ্যে অনুমোদিত গঠনতন্ত্র কমিশনে জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছিল। দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত হওয়া, কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে আখেরে দলগুলোর ভেতরে কতটুকু গণতন্ত্রায়ন হয়েছে, তা নিয়ে সেই সব তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। গণঅভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে যে শব্দগুলো, তার অন্যতম 'সংস্কার'। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য ১০টি কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে সংবিধান, নির্বাচনি ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, জনপ্রশাসন ও গণমাধ্যমের মতো বিষয় থাকলেও রাজনৈতিক দল সংস্কারের জন্য কোনো কমিশন গঠিত হয়নি। বাস্তবতা হলো, রাজনৈতিক দলের সংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রের কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না। যে রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশ পরিবর্তন করতে চান, সত্যিই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চান তাদের দলের ভেতর সংস্কার হবে কিনা বা সেই তাগিদটা তারা অনুভব করেন কিনা, ওই প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

এই কমিশনগুলো গঠিত হয়েছে সংবিধান, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য। রাষ্ট্র যদি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে তার প্রধান স্টেকহোল্ডার বা অংশীদার হচ্ছে রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল নিজেও একটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফলতা-ব্যর্থতার ওপর রাষ্ট্রের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। দলের ভূমিকা খর্ব হলে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হলে ওই সুযোগে বিভিন্ন অরাজনৈতিক গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তারা তখন জনগণের ওপর ছড়ি ঘোরায়।

কেন দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা হয় না?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলের ভেতরে গণতন্ত্রের সংকট দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত একটি বিষয়। কেন দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা হয় না, তার পেছনে কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন:

১. কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একক নেতৃত্বের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। দলের সর্বোচ্চ নেতা প্রায় সব সিদ্ধান্ত নেন, যাতে নিচের স্তরের নেতা-কর্মীদের মতামত উপেক্ষিত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন এমন একজন জাতীয় নেতার মেয়ে আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, বছর কয়েক আগে তার বাবার আসন থেকে তাকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়, নেতার প্রতি শত ভাগ অনুগত থাকতে হবে। এই কথা শোনার পরে তিনি বুঝতে পারেন যে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। কারণ 'শত ভাগ আনুগত্য' বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তিনি সেটি আগেও দেখাননি, পরেও দেখাতে পারবেন না। বস্তুত বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেতার প্রতি শতভাগ তথা নিঃশর্ত আনুগত্যের এই চর্চা দলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদেরকে একধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকে রাখে। সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মতো তারা এখানেও দলের নেতার সবকিছুতে 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানান। বস্তুত এই ধরনের একক নেতৃত্ব-নির্ভর ব্যবস্থা দলে ভিন্নমত এবং বিকল্প চিন্তার চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করে।

২. দলের ভেতরে নিয়মিত নির্বাচন না হওয়া। দলীয় পদ-পদবি বণ্টনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া না থাকা।

৩. কাউন্সিল হলেও দলীয় প্রধানের ওপর পুরো কমিটি গঠনের দায়িত্ব দিয়ে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্যের ঘোষণা প্রকাশ। অর্থাৎ কাউন্সিলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, দলীয় প্রধান নির্বাচিত (মনোনীত) হওয়ার পরে দলের অন্যান্য কমিটি গঠনের দায়িত্বও তার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এটি একটি সামন্তবাদী প্রথা এবং কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দলীয় প্রধান নিজেও এই ধরনের দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখান না। কারণ তিনিও চান এই ক্ষমতাটি তার হাতেই থাকুক।

৪. পরিবারতন্ত্র বা ক্ষমতার উত্তরাধিকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা। বিশেষ করে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব বছরের পর বছর ধরে কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমিত ও সীমাবদ্ধ। দলের সাধারণ নেতাকর্মীরা এর বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় কখনো কথা বলেন না বা বলতে সাহস করেন না।

৫. বিরোধীদলের প্রতি যেমন দমননীতি প্রয়োগ করা হয়, তেমন দলের অভ্যন্তরেও ভিন্নমত দমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভিন্নমত পোষণকারী নেতাদের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং এই ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত করে।

৬. রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আর্থিক অনুদান প্রদানকারী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা অনেক বেশি। বিশেষ করে দলের ভেতরে ব্যবসায়ী এবং অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারীদের প্রভাব বেশি থাকেড় যা দলের সৎ ও নীতিবান নেতাকর্মীদের নিরুৎসাহিত করে এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এর ফলে প্রথমত দলের অভ্যন্তরে তরুণ তথা নতুন নেতৃত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়; অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান না হওয়ায় দলগুলো আরও বিভক্ত হয়ে পড়ে; জাতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চর্চার অবক্ষয় ঘটে।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রশ্ন

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে চলে যান। শীর্ষ নেতাদের কেউ কেউ পালিয়ে বিদেশে চলে গেছেন, কেউ কেউ আবার স্বদেশেই আত্মগোপনে আছেন। তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এমতাবস্থায় আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করতে দেওয়া হলেও তারা অংশ নিতে পারবে কিনা, ওই প্রশ্ন জনপরিসরে আছে।

অনেকেই এটা বলছেন যে, যেরকম অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হলো, তাতে করে তার পক্ষে দলের নেতৃত্ব দেওয়া এখন শুধু কঠিনই নয়, বরং অসম্ভব। কেননা তিনি এরইমধ্যে অনেকগুলো হত্যা মামলার আসামি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশে ফিরলেই তাকে কারাগারে যেতে হবে। বিদেশে বসেও যে তিনি দলের নেতৃত্ব দেবেন, সেটিও খুব সহজ কাজ নয়। তাহলে কি নতুন নেতৃত্ব?

অনেকেই বলছেন, শুধু শেখ হাসিনা নয়, বরং এরকম পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে শেখ পরিবারের বাইরে কাউকে নেতৃত্ব নিতে হবে। কিন্তু ওই ব্যক্তিটা কে এটি এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। তাছাড়া শেখ হাসিনা বা শেখ পরিবারের বাইরে কেউ যদি এখন পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন, তার পরিণতি কী হবে সেটিও স্পষ্ট নয়। তার মানে যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, ওই সংস্কার এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগে যদি তারা বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চায়। যদিও আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে আর রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান অংশীদার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে যেহেতু কিছু নেই, ফলে আগামী মাসগুলোয় দেশের পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তার ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করবে।

কী বলছেন তারেক রহমান?

পরিবারতন্ত্রকে যদি বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান অসুখ বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো, আগামী দিনে ওই অসুখ থেকে কি বিএনপি বের হতে পারবে? গত ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগের মতো পরিবারতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো থাকবে না। একইসঙ্গে ক্ষমতায় পরপর দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার বিধান সংবিধানে যুক্ত করার কথাও বলেন তিনি।

প্রশ্ন হলো, তারেক রহমান কি এই ঘোষণাও দেবেন যে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হলেও প্রধানমন্ত্রী হবেন না বা প্রধানমন্ত্রী হলে দলীয় পদ ছেড়ে দেবেন? তার মা বেগম খালেদা জিয়ার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিংবা লোক দেখানো কাউন্সিলের মাধ্যমে তিনিই দলের প্রধান না হয়ে দলীয় প্রধান পদে সরাসরি ভোট হবে এবং সেখানে একাধিক প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উসৎসাহিত করা হবে? তার পরে তার স্ত্রী বা সন্তানদের কেউ দলের প্রধান হবেন না এমন ঘোষণা কি তিনি দেবেন?

> "গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে যে শব্দগুলো, তার অন্যতম 'সংস্কার'। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য ১০টি কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে সংবিধান, নির্বাচনি ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, জনপ্রশাসন ও গণমাধ্যমের মতো বিষয় থাকলেও রাজনৈতিক দল সংস্কারের জন্য কোনো কমিশন গঠিত হয়নি। বাস্তবতা হলো, রাজনৈতিক দলের সংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রের কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না। যে রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশ পরিবর্তন করতে চান, সত্যিই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চান তাদের দলের ভেতর সংস্কার হবে কিনা বা সেই তাগিদটা তারা অনুভব করেন কিনা, ওই প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

রাজনৈতিক দলের সংস্কারে করণীয় কী?

১. নিয়মিতভাবে দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন আয়োজন করা।

২. দলের সদস্যপদ দেওয়া থেকে শুরু করে আয়-ব্যয়সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

৩. কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তো বটেই, তৃণমূলের কমিটিগুলোও প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা। তৃণমূলের কমিটি গঠনের নামে কেন্দ্রীয় নেতাদের বাণিজ্য কঠোর হাতে দমন করা।

৪. দলীয় প্রধানের পদে একাধিক প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহিত করা। এখানে লোক দেখানোর প্রবণতা বন্ধ করা। অমুক পরিবারের অমুক আছেন বলে আর কেউ দলের প্রধান হতে পারবেন না কিংবা কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না, এই জুজুর ভয় দূর করা দরকার এবং এই ভয় দূর করার প্রধান উপায় হলো দলকে পরিবারতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত করা।

৫. ভিন্নমত পোষণকারী সদস্যদের প্রতি সহনশীল মনোভাব এবং ভিন্নমত পোষণে উৎসাহ দেওয়া। স্বয়ং দলীয় প্রধানের সমালোচনাকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য না করা।

৬. কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ।

পরিশেষে, যেকোনো রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরই রাজনৈতিক দলের সংস্কারের বিষয়টি আলোচনায় আসে। কিন্তু শেষমেষ খুব বেশি সংস্কার হয় না। আবার এই দফায় ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও রাজনৈতিক দল সংস্কারের জন্য কোনো কমিশন গঠিত হয়নি। সরকার হয়তো চেয়েছে এই সংস্কারটা সংশ্লিষ্ট দলগুলো নিজেরাই করুক। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, সেটি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেই থাকতে হবে। এই সংস্কার বা পরিবর্তন ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে করা সম্ভব নয়।





নিউইয়র্কে হত্যাসহ অপরাধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাইরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পেছন থেকে ব্রায়ানকে গুলি করা হয়। তাঁর শরীরের পেছনের অংশে ও পায়ে গুলি লাগে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ওই ব্যক্তির সিসি ফুটেজসহ ছবি এবং সেন্ট্রাল পার্কে ফেলে যাওয়া ব্যাকপ্যাক ও আলামত পেয়েছে এনওয়াইপিডি পুলিশ। সর্বশেষ রোববার সেন্ট্রাল পার্কের পুকুরেও ডুবুরি দিয়ে আলামত খুঁজতে অভিযান চালিয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে হত্যাকারী ওই ব্যক্তি বিমা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক অথবা কর্মচারি হতে পারে।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের জনবহুল ৭৪ স্ট্রিটের একটি জুয়েলারীর দোকানে প্রকাশ্যে স্বর্ণ লুট করে নিয়েছে সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্যরা। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ৩৪ এভিনিউয়ের ৭৪ স্ট্রিটে অবস্থিত আবিদ জুয়েলার্স এর সামনের ডিসপ্লে কাঁচ ভেঙে বেশ কিছু স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় মুখোশধারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্যরা। প্রকাশ্যে এমন লুটের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়েছে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। পুলিশ ও ফেডারেল গোয়েন্দারা ওই মুখোশধ-রীদের সন্ধানে ও এমন ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আবিদ জুয়েলার্সের মালিক ও কর্মকর্তা-কর্মচ-রীসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহাটনে ১৭ জন-সেন্টের কাছে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এতে অভিবাসী ইয়েরেমি কলিনো নামের এক কিশোর নিহত এবং তার সাথে থাকা আরেক কিশোর আহত হয়েছে।

ব্রঙ্কসে বুধবার ২৭ নভেম্বর বেলা পৌনে ৩টার দিকে ব্রঙ্কস কাউন্টি হল অফ জাস্টিসের ঠিক নীচে কনকোর্সের পূর্ব ১৬১ তম স্ট্রিট এবং মরিস অ্যাভিনিউয়ের কোণের কাছে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরের বন্দুকের গুলিতে ২৯ বছর বয়সী এক ব্যাক্তি নিহতের হয়েছেন।

২৪ নভেম্বর রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ব্রুকলিনে আলবেনি অ্যাভিনিউ এবং ডেকাটার স্ট্রিটের কোণে একাধিক ব্যক্তি গুলিবি হয়ে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ১৯ বছর বয়সী এক তরুণ আহত হয়েছেন।

গত ১৯ নভেম্বর কুইন্সের জ্যামাইকা এভিনিউ-য়ের গায় বুলেভার্ডে ডাকাতির সময় পুলিশের গুলিতে হত্যাসহ একাধিক অপরাধমূলক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

১৮ নভেম্বর ম্যানহাটনে ছুরিকাঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়েছে। নিহতের মধ্যে একজনের বয়স ২৬ অপরজনের বয়স ৬৮ বছর। ছুরিকাঘাতের শিকার দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ সময় ছুরিকাঘাতে আহত হোন একজন নারী।

১৬ নভেম্বর কুইন্সে ফার রকওয়ে এলাকার ১০২৫ বিচ ২০তম স্ট্রিটে ও ব্রঙ্কসের ৬৮৯ ইস্ট ২৩৩ স্ট্রিটের ওয়েকফিল্ডে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২জন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করেনি। নিহত দুজনের একজনের বয়স ২৫ এবং অন্যজনের বয়স ৩৫ বছর।

১০ নভেম্বর বিকেলের দিকে ব্রুকলিনে সাইপ্রেস হিলসের ১৮৬ ওয়ারউইক সেন্টের একটি ডে-কেয়ারের পাশে অবস্থিত একটি বাসায় বাবা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনওয়াইপিডি পুলিশ। নিহতরা হলেন রুজভেল্ট সিমন্স (৯১) ও তাঁর মেয়ে জ্যাকুলিন ডেলিয়ন্স (৬৬)। গ্রেপ্তার সন্দেহভাজন ব্যাক্তি লুইস কেরি (৪৬)। নিহত ও গ্রেপ্তার ব্যাক্তি একই ঠিকানার বাসিন্দা।

১০ নভেম্বর ব্রঙ্কসে বাসা থেকে ছুরিকাঘাত অবস্থায় কেডিম গ্র্যান্ট নামে ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যাক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এর আগে ৫ বোরোতে ১০ দিনে পৃথক গুলাগুলি ও বন্দুক হামলার ঘটনায় ১জন যুবক এবং ৫ কিশোর-কিশারী নিহত ও আরো তিনজন আহত হয়েছেন। শনিবার ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় ব্রুকলিনে একটি অ্যাপার্টম্যান্ট থেকে আযাম ডাওকিন্সকে (২৯) নামে এক যুবককে গলা এবং পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে। নিউ লটে ২০৬০ পিটকিন অ্যাভিনিউপড অবস্থিত গ্রেস টাওয়ারস অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ব্রুকডেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় ডাওকিন্স মারা যান।

সোমবার ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টার দিকে ব্রঙ্কসের লংউড রেভ জেমস এ এভিনিউয়েতে ১৮ বছরের এক কিশোরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। জশুয়া স্প্যারো নামের ওই যুবকের মাথা গুলি করে দুর্বিত্তরা।

গত ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হারলেমে ১৬ বছর বয়সী ক্লারেন্স জোনসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর পরের দিন শুক্রবার রাতে ব্রুকলিনে ১৫ বছরের এক কিশোরকে, শনিবার গ্রিন ফোর্ট হাউজিংয়ে ১৬ বছর এবং রোববার ক্রাউন হাউটসে ১৫ বছরের আরো ৩ কিশোরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হত্যার ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

এ দিকে নিউ ইয়র্কে ব্রুকলিনে হ্যালোইনের দিনে গুলাগুলির ঘটনায় দুইজন ও শনিবার ব্রঙ্কসে আরেকটি গুলাগুলির ঘটনায় আরো একজন আহত হয়েছেন।

এদিকে শনিবার ভোরে মেলরোসের কর্টল্যান্ড এভিনিউ এবং ইস্ট ১৫২তম স্ট্রীটের মোড়ে গুলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে একজন পুরুষ ডান পায়ে গুলিবদ্ধ হোন।

কার যোগসাজশে কনস্যুলেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিজেকে আড়াল করতে কখনো টুপি দিয়ে আবার কখনো হুডি দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করেন। এ সময় অফিসের দায়িত্বরত কাউন্টারে কর্মকর্তার কাছে কাজের অগ্রগতি জানতে চান। ঠিক সে সময়ে সেবা নিতে যাওয়া একজন ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন। কনস্যুলেটে জাহাঙ্গীরের অবস্থানের বিষয়টি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লে এবং কনস্যুলেট অফিসে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিষয়টি নজরে আসে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার। চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য জাহাঙ্গীরের ফাইলটি তার কাছে নেয়া হলে আলোচিত স্পর্শকাতর ঘটনা হওয়ায় তখন সে সেবা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান নাজমুল হুদা। এরপরও বেশ কিছুসময় অপেক্ষারত অবস্থায় ছিলেন।

ওই সূত্র আরো জানায়, কনস্যুলেটে দায়িত্বরত ওই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার পরামর্শে অপেক্ষারত ছিলেন। যাতে কোনভাবে কনসাল জেনারেলকে ম্যানেজ করে তার পাওয়ার অব এটর্নীর কাজ করে নিতে পারেন। বাংলাদেশে জাহাঙ্গীরের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রির জন্য পাওয়ার অব এটর্নী করতে যান। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে উপায়ন্তর না দেখে সেখান থেকে চলে যান জাহাঙ্গীর।

অফিসের বিশ্বস্ত সূত্রের দাবি, কনস্যুলেটে দায়িত্বরত ওই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের দূর্নীতিবাজ ও টাকা পাচারকারী যারা নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন তাদের সাথে ওই কর্মকর্তার যোগসাজশ রয়েছে। তাঁর মাধ্যমে কনস্যুলেট এর সকল কাজ ভাগিয়ে নিয়ে নেন দূর্নীতিবাজ ও টাকা পাচারকারী বাংলাদেশীরা।

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাতকারে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, কারণ হিসেবে তিনি ঢাকার অফিসের নির্দেশনার কথা জানান হিসেবে জানান। তিনি আরও জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসার আগ পর্যন্ত, জাহাঙ্গীর আলমের কনস্যুলেট অফিসে অবস্থানের বিষয়ে অবগত ছিলেন না নাজমুল হুদা।

তথ্যমতে, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারের শেষের চার মেয়াদের প্রথম দুই মেয়াদের পুরোটা এবং তৃতীয় মেয়াদের প্রথম কিছুদিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'পার্সোনাল এইড' পদে কর্মরত ছিলেন জাহাঙ্গীর। তিনি 'প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী' পরিচয়ে তদবির, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা অপকর্ম ছাড়াও গাজীপুরের ইপিজেড এলাকার ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

পরে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদ বাগিয়ে নিয়ে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, চাটখিল ও মাইজদীতে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। তাঁর নির্দেশেই চলত পুলিশ ও প্রশাসনের সব রদবদল। এলাকায় গেলে তাঁর গাড়ির সামনে-পেছনে থাকত পুলিশের গাড়ি।

এমপি হতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে বহর নিয়ে এলাকায় সভা-সমাবেশ করতেন। যাতায়াতে ব্যবহার করতেন হেলিকপ্টার। মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েও সরে দাঁড়ান। ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানানো হয়।

ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জাহাঙ্গীর বিপুল সম্পদ করেছেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর চাটখিলে পৈতৃক ভিটায় চার তলা বাড়ি ও ৭০০ শতক জমি, খিলপাড়া পূর্ববাজারে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ, মাইজদী শহরের হরিনারায়ণপুরে স্ত্রীর নামে আট তলা বিলাসবহুল ভবন, চট্টগ্রাম কর্ণফুলী টানেলের পাশে ১০০ বিঘা জমি এবং রাজধানীর ধানমন্ডিতে স্ত্রীর নামে সাড়ে ৫ হাজার বর্গফুটের আলিশান ফ্ল্যাট, মিরপুরে সাত তলা ভবন ও দুটি ফ্ল্যাট এবং মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেটে দুটি দোকান রয়েছে তাঁর। ব্যাংকে তাঁর ডিপোজিট ছিল কয়েকশ কোটি টাকা। স্ত্রী-শাশুড়িসহ নামে-বেনামে গড়ে তোলেন সম্পদের পাহাড়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় জাহাঙ্গীর নিজ নামে আড়াই কোটি টাকা, স্ত্রীর নামে ব্যাংকে সোয়া এক কোটি টাকা, এফডিআর সোয়া ১ কোটি টাকা, স্ত্রীর নামে বিলাসবহুল গাড়ি, বিভিন্ন কোম্পানিতে কোটি টাকার শেয়ার এবং একটি প্রতিষ্ঠানে ৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ আছে বলে দেখান। হলফনামায় বিভিন্ন খাত মিলিয়ে বছরে তাঁর প্রায় ৫০ লাখ টাকা আয়ের কথা জানান। জাহাঙ্গীর তিনটি বিয়ে করেছেন। এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য একাধিকবার জাহাঙ্গীর আলমের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

তুলসী গ্যাবার্ডকে নিয়ে সাবেক

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন তারা। তুলসী গ্যাবার্ডের অভিজ্ঞতার ঘাটতি, তাঁর বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মতো স্বৈরশাসকদের প্রতি 'সহানুভূতি' থাকার অভিযোগ এবং অন্যান্য উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে ওই কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা এ বৈঠকের আহ্বান জানান। তাদের মতে, তুলসীর অতীত কার্যক্রমের কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও সমগ্র জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাছে নিরপেক্ষ গোয়েন্দা ব্রিফিং প্রদান করতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠায়। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ডেমোক্র্যাটিক নিয়ন্ত্রিত সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার এবং আসন্ন রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুনকে গত বুধবার চিঠি দেন। তারা ট্রাম্পের শীর্ষ নিয়োগগুলোর পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এই গোপন বৈঠকের অনুরোধ জানান। সিনেট নেতাদের কাছে দেয়া চিঠিতে স্বাক্ষরকারী উলে খযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সাবেক উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শেরম্যান, সাবেক ন্যাটো উপমহাসচিব রোজ গটেমোয়েলার, সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যান্টনি লেক এবং বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা রয়েছেন। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের ট্রানজিশন টিমের একজন মুখপাত্র রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আহ্বানকে "ভিত্তিহীন" এবং "দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট" আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, তুলসী গ্যাবার্ড একসময় ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্য। রাজনীতি করেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে। পরে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর তুলসীকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

ব্রঙ্কসে ট্রাকের ধাক্কায় নারী নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালের পাশে এ ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ওই ট্রাকের চালককে খুঁজছে।

পুলিশ জানায়, ওই নারী শনিবার মধ্যরাতে সেডন স্ট্রিট এবং সেন্ট রেমন্ড অ্যাভিনিউয়ের মন্টেফিয়োর ওয়েস্টচেস্টার স্কয়ার হাসপাতালের পাশে চৌরাস্তায় অতিক্রম করার সময় একটি টো ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে মন্টেফিয়োর ওয়েস্টচেস্টার স্কয়ার হাসপাতালের কর্মী দল মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশের সহযোগিতায় জরুরী বিভাগে নিয়ে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ওই নারীর মৃত্যু হয়।

এনওয়াইপিডি সংঘর্ষ তদন্ত দল এখন হিট-অ্যান্ড-রান সংঘর্ষের চলমান তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং।

বৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশ গ্রহণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসিদের নিয়ে ফ্লাইট পাঠালে কোন দেশ গ্রহণ না করলে তাদেরকে তৃতীয় দেশে নির্বাসিত করা হবে। ট্রাম্প ট্রানজিশন দল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ যেমন টার্কস, কাইকোস এবং গ্রেনাডা, পানামা তালিকার শীর্ষে রেখেছে যেখানে অবৈধ অভিবাসিদের নির্বাসিত করা হবে। অবৈধ অভিবাসিদের তাদের নিজ দেশ গ্রহণ না করলে যুক্তরাষ্ট্র ওই সব অভিবাসীদের নির্বাসন দেবে।

ট্রাম্প মেক্সিকো সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত অ-মেক্সিকানদের গ্রহণ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। আমেরিকা জুড়ে ব্যাপক নির্বাসন অভিযান চালানোর পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ট্রাম্প আগামী ২০ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তারপরই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে 'বৃহত্তম নির্বাসন অভিযান' চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ অনুমান করে যে, ২০২২ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ১০ লক্ষ 'অননুমোদিত' মানুষ বসবাস করত।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুয়াতেমালার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যারা মধ্য আমেরিকার দেশ দিয়ে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তে যাওয়ার পথে আশ্রয়প্রার্থীদের প্রথমে সেখানে সুরক্ষার জন্য আবেদন করতে বাধ্য করে।

তথাকথিত "নিরাপদ তৃতীয় দেশ" চুক্তি ট্রাম্প প্রশাসনকে হন্ডুরাস এবং এল সালভাদোরের মতো তৃতীয় দেশ থেকে গুয়াতেমালায় লোক পাঠানোর অনুমতি দেয়।

জানুয়ারিতে ট্রাম্প আবার দায়িত্ব গ্রহণের সময় কোনও দেশ নির্বাসিত, তৃতীয় দেশের অভিবাসী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের নিতে রাজি হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নজরুল একাডেমী অব ইউএসএ'র কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক: নজরুল একাডেমী অব ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভায় একাডেমীর নতুন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করা হয়। গত ১ ডিসেম্বর শনিবার ২০২৫-২৬ মেয়াদের জন্য এম কিউ জামানকে সভাপতি ও শাহ আলম দুলালকে সাধারণ সম্পাদক করে এ নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

নির্বাহী পরিষদের অন্যান্যরা হলেন সহ সভাপতি পদে রুকশান আরা এবং আলী সাইয়েদ টিপু যুগ্ম সম্পাদক শিরীন আহমেদ, অর্থ সম্পাদক রুমা আলম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডানা ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবীব, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক এ বি এম সালেহ উদ্দীন, গণসংযোগ সম্পাদক হামিদুল হক চৌধুরী (লেনিন), কার্যনির্বাহী সদস্যঃ হাফিজা বেগম, বিলকিস বানু লাভলী ও কামরুন মনি।

উল্লেখ্য, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং দুটি কার্যনির্বাহী সদস্যের পদ স্থগিত রাখা হয়েছে। এছাড়া নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় একাডেমীর ১০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন করা হবে।--- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

'মোবাইলের ম্যাসেজে হ্যাকারদের নজর'

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দ্বারা সল্ট টাইফুন নামে পরিচিত; বিদেশী হ্যাকারদের ব্যক্তিগত যোগাযোগগুলি সম্ভাব্যভাবে প্রকাশ করেছে। কর্মকর্তারা বলেন, চীন গ্রাহকদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য এটিএন্ডটি, ভেরিজন এবং লুমেন টেকনো-লজিসের মতো বড় টেলিযোগাযোগ সংস্থাগু-লকে লক্ষ্য করে হ্যাক করেছে।

আপনার যা করা উচিত: এফবিআই এবং সিআইএসএ (সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি) লোকদের হোয়াটস অ্যাপ এবং সিগন্যালের মতো এনক্রিপ্ট করা মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছে। যাতে হ্যাকারদের তাদের পাঠ্য বার্তাগুলি আটকানোর সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। হোয়াটস অ্যাপ এবং সিগন্যাল উভয়ই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মধ্যে এনক্রিপ্ট করা ফোন কলের অনুমতি দেয়।

আইফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে নীল দেখায় এমন অ্যাপল আইমেসেজ এবং অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের মধ্যে পাঠানো গুগল মেসেজেসও সম্পূর্ণরূপে এনক্রিপ্ট করা থাকে। একটি আইফোন থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েডে এবং এর বিপরীতে পাঠানো টেক্সগুলি সম্পূর্ণরূপে এনক্রিপ্ট করা হয় না। এনবিসির মতে, বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে বার্তাগুলি শুধুমাত্র রিচ কমিউ-নিকেশন সার্ভিসেস (আরসিএস) এর সাথে এনক্রিপ্ট করা হয় যা যুক্তরাষ্ট্রে এসব গুগল দ্বারা ডিক্রিপ্ট করা হয়।

টেলিগ্রাম, আরেকটি মেসেজিং অ্যাপ, দাবি করে যে এটি এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন অফার করে তবে কথিতভাবে ডিফল্টভাবে কথোপকথনগুলি এনক্রিপ্ট করে না এবং সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

'আমাদের পরামর্শ, যা আমরা অভ্যন্তরীণভাবে মানুষকে বলেছি, তা এখানে নতুন নয়। এনক্রিপশন আপনার বন্ধু, তা সে টেক্সট মেসেজিং-এ হোক বা আপনার যদি এনক্রিপ্ট করা ভয়েস যোগাযোগ ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকে। সিআইএসএর সাইবারসিকিউরিটির নির্বাহী সহকারী পরিচালক জেফ গ্রিন এনবিসিকে বলেন, এমনকি যদি প্রতিপক্ষ তথ্য আটকাতে সক্ষম হয়, যদি এটি এনক্রিপ্ট করা হয়, তবে এটি অসম্ভব করে তুলবে।

নিউয়ার্কে নিয়ন্ত্রণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইট এবং তাদের সাথে থাকা আরো ৪জন নিহত হোন। লামার ম্যাকনাইট হাডসন ক্যাথলিক আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ফুটবল কোচ ছিলেন।

এদিকে নিহত লামার ম্যাকনাইট এর পরিবারের লোকজন রাতে বাসায় না ফেরায় ফাইন্ড মাই ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে শনিবার ভোরে ঘটনাস্থলে গিয়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত হোন। সেখানে সবকিছু দেখে পরিবারের লোকজন বুঝতে পারে যে এটি লামারের গাড়ি ছিল।

এসেক্স কাউন্টি প্রসিকিউটরের অফিস জানিয়েছে, গাড়িটি শুক্রবার গভীর রাতে নিউয়ার্কের ১ নং রুট এবং ৯ নং দক্ষিণমুখী অন র‍্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল। তখন এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলাস্কি স্কাইওয়ের জন্য একটি সমর্থন কলামে আঘাত করে। এ সময় গাড়িটিতে আগুন ধরে গাড়িতে থাকা ৬ জন পুড়ে মারা যান। গাড়িতে থাকা বাকিরা কে কে ছিলেন তা স্পষ্ট নয়। মেডিকেল পরীক্ষক এবং পুলিশ এখনও দাঁতের রেকর্ড ব্যবহার করে দেহাবশেষগুলি শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।

শব্দের আড়ালে গল্প: ময়নাতদন্ত

রাজীব কুমার সাহা

বাংলা ভাষায় অতিপরিচিত একটি শব্দ হলো ময়নাতদন্ত। বিশেষ করে চিকিৎসা-আইন-আদালতের পরিভাষায় কমবেশি আমরা সবাই শব্দটির প্রয়োগ দেখতে পাই। আমরা ময়নাতদন্তের ইংরেজি পোস্টমর্টেম শব্দটির সঙ্গেও পরিচিত। কিন্তু ময়নাতদন্ত মানে কী? কোনো বিষয়ের তদন্তের সঙ্গে ময়না পাখির সম্পর্ক কী? তবে কি প্রশিক্ষিত ময়না পাখি দিয়ে তদন্ত করানোকে ময়নাতদন্ত বলে? বাংলা ভাষায় ময়নাতদন্ত শব্দটি কীভাবে প্রবেশ করল? তবে চলুন আজ জানব ময়নাতদন্তের আদ্যোপান্ত।

আরবি 'ময়না' এবং সংস্কৃত 'তদন্ত' শব্দ সহযোগে গঠিত হয়েছে ময়নাতদন্ত শব্দটি। এটি বিশেষ্য পদ। আর সংস্কৃত তদন্ত শব্দের অর্থ হলো কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান করে সত্য নিরূপণ। আভিধানিকভাবে ময়নাতদন্ত শব্দের অর্থ হলো অস্বাভাবিক বা আকস্মিক মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে শবব্যবচ্ছেদ। অর্থাৎ ময়নাতদন্তের মাধ্যমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদেহ বিশ্লেষণ করে মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা করা হয়। এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় পোস্টমর্টেম। পোস্টমর্টেম শব্দটিকে একই সঙ্গে অটোপসি বা নিক্রোপসি প্রভৃতি দ্বারাও বোঝানো হয়ে থাকে।



বাংলা ভাষায় ময়না শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত দেশি 'ময়না' শব্দের অর্থ হলো কীটপতঙ্গভুক কালো পালকাবৃত শালিকজাতীয় পাখি। ময়নার এই অর্থটি আমরা প্রায় সবাই জানি। কিন্তু এর সঙ্গে ময়নাতদন্তের কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত

> সবশেষ আরবি 'মু'আইনা' শব্দ থেকে আগত 'ময়না' শব্দের অর্থ হলো অনুসন্ধান বা অনুসন্ধেয় বিষয়। ময়নাতদন্তের ময়না আরবি 'মু'আইনা' শব্দ থেকেই জাত। এর অর্থ হলো প্রত্যক্ষরূপে, চোখের সামনে বা পরিষ্কারভাবে। সুতরাং দেখা যায়, ময়নাতদন্ত শব্দের ময়না দেশি বা সংস্কৃত শব্দ নয়। এটি আরবি থেকে জাত শব্দ।

'মদনসারিকা' থেকে আগত বাংলা 'ময়না' শব্দের অর্থ হলো বাংলা লোকসংগীতের রাজা মানিকচন্দ্রের জাদুবিদ্যায় পারদর্শী পত্নী। এই অর্থটিকেই আবার আলংকারিক রূপে ডাকিনি বা খল স্বভাবের নারীর অর্থরূপেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সবশেষ আরবি 'মু'আইনা' শব্দ থেকে আগত 'ময়না' শব্দের অর্থ হলো অনুসন্ধান বা অনুসন্ধেয় বিষয়। ময়নাতদন্তের ময়না আরবি 'মু'আইনা' শব্দ থেকেই জাত। এর অর্থ হলো প্রত্যক্ষরূপে, চোখের সামনে বা পরিষ্কারভাবে। সুতরাং দেখা যায়, ময়নাতদন্ত শব্দের ময়না দেশি বা সংস্কৃত শব্দ নয়। এটি আরবি থেকে জাত শব্দ। আরবি 'মু'আইনা' থেকে বাংলায় 'ময়না' হলেও শব্দটি তার অন্তর্নিহিত অর্থ বিসর্জন দেয়নি। বাগর্থতত্ত্বের বিচারে দেখা যায় শব্দটির মূল অর্থ এখানে সংকুচিত না হয়ে বরং প্রসারিতই হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা এখানে আরেকটি শব্দের অবতারণা করতে পারি, সেটি হলো সুরতহাল। অনেকেই পোস্টমর্টেম বা ময়নাতদন্ত এবং সুরতহালকে একই অর্থে বিবেচনা করেন। কিন্তু সেটি ভুল। ময়নাতদন্ত এবং সুরতহাল প্রতিবেদনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুরতহাল অর্থ হলো তদন্তের উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনা বা অকুস্থলের চাক্ষুষ বিবরণ; আদালতের এজাহার। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে সুরতহাল রিপোর্ট হলো লাশের বাহ্যিক আলামত যা প্রস্তুত করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। অপরদিকে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট তৈরি করেন একজন চিকিৎসক। যিনি মৃত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে আলামত সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

ময়নাতদন্তের কয়েকটি ভাগ রয়েছে, যেমন: মেডিকেল, একাডেমিক এবং ক্লিনিক্যাল। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ জানতে মেডিকেল, চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনার জন্য একাডেমিক এবং কোনো ব্যক্তির অসুস্থতাজনিত মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ হলে ক্লিনিক্যাল ময়নাতদন্ত করতে হয়। ময়নাতদন্তে অঙ্গভিত্তিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়, যেমন: মস্তিষ্ক, হার্ট, লিভার, কিডনি, ফুসফুস প্রভৃতি। এ ছাড়া হিস্টোপ্যাথলজি, টক্সিকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, রেডিয়োলজি প্রভৃতি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেতে সর্বনিম্ন দুই থেকে তিন দিন এবং সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর পরীক্ষা করে পাওয়া নথির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। সেই সঙ্গে মৃত্যুর কারণ এবং পদ্ধতিসহ একটি মৃত্যুসনদ প্রদান করা হয়।

সন্দেহজনক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে ময়নাতদন্ত করা অত্যাবশ্যকীয় কাজ। তবে অনেক সময় সুরতহাল রিপোর্টেও কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জানতে অপেক্ষা করতে হবে চিকিৎসক-প্রদত্ত পোস্টমর্টেম বা ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের জন্য।

লেখক: আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ভারতের মিডিয়াযুদ্ধ ও বিজেপির রাজনীতি

মাসুদ কামাল

ভারতের মিডিয়াগুলো এর মধ্যে দেখেছেন? অনলাইনে আজকাল সহজেই দেশ-বিদেশের মিডিয়া দেখা যায়। প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া চাইলেই দেখা যায়। আর সোশ্যাল মিডিয়া তো আপনার মোবাইলেই উঁকিঝুঁকি মারে। কাজেই না দেখে উপায় থাকে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এসব মিডিয়ার দিকে তাকালে বিভ্রান্ত হতে হয়, আতঙ্কিত হতে হয়। ক্ষণিকের জন্য হলেও আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আসলেই কি বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বিচার সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে?

ভারতের মিডিয়াগুলো ইদানীং বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব কথা প্রচার করছে, তার সঙ্গে সত্যতার সম্পর্ক কতটুকু? সামান্য উদাহরণ দিই। এই লেখা যখন লিখছি, ৫ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায়, পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি টেলিভিশন 'টিভি ৯ বাংলা'র ইউটিউব চ্যানেলে যে কয়টা নিউজ প্রচারিত হচ্ছিল তার মধ্যে একটা ছাড়া বাকি সব কটিই বাংলাদেশ সম্পর্কিত। কয়েকটা শিরোনাম দিই বাংলাদেশি টাকা থেকে 'বঙ্গবন্ধু'র ছবি সরাচ্ছে ইউনূস সরকার, 'উরি বাবা ওপারে যা হচ্ছে...' ওপার বাংলা থেকে ঘুরে ভয়ংকর তথ্য দিলেন এপারের সুনীতি মৃধা, উত্তপ্ত বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার সঙ্গে পাকিস্তান থেকে দেখা করতে কে এলেন দেখুন, সাতসকালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আপডেট, বাংলাদেশ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল ভারত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ড্রোন ক্যামেরায় কী ধরা পড়ল, কোণঠাসা বাংলাদেশ-ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ যা করবে, বাংলাদেশে ছড়ি ঘোরাচ্ছে দুই কট্টর সংগঠন, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ, পদ্মাপাড়ে হিন্দু নিপীড়ন-মেনে নিল খোদ ইউনূস প্রশাসন, বাংলাদেশে মহিলাদের বাজারে যাওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি কট্টরপন্থীদের। আর যদি আপনি 'রিপাবলিক টিভি বাংলা'তে যান তাহলে আরও ভয়ংকর টাইপের অসংখ্য শিরোনাম দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই কি বাংলাদেশে কিংবা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে এ রকম পরিস্থিতি বিরাজ করছে? আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? আমরা কি এ ধরনের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা দেখছি? কদিন আগে আসামের একটা বেসরকারি টেলিভিশন 'আসম লাইভ ২৪'-এ একটা নিউজ শুনলাম, যার শিরোনাম ছিল 'ঢাকা শহর ভরে গেছে হিন্দু মৃতদেহে!' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঢাকা শহর বলতে তারা আসলে কোন জায়গাকে বোঝাচ্ছে? আমি তো ঢাকা শহরেই থাকি! কোথায় হিন্দু মৃতদেহ? আপনারা কি তেমন কিছু দেখেছেন? তাহলে এ ধরনের শিরোনাম আর আজগুবি প্রচারণা তারা কেন চালাচ্ছে? যাঁরা এই দেশে আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন ভিডিও, আলোচনা বা শিরোনাম দেখে কিছুই বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দু যাঁরা আছেন, যাঁদের আত্মীয়-স্বজন বাংলাদেশে বসবাস করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হবেন। উদ্বিগ্ন হবেন তাঁদের নিকটজনদের জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে। রক্তের আত্মীয় না হলেও যাঁরা ধর্মীয় আত্মীয়তায় বিশ্বাস করেন, তাঁরাও উদ্বিগ্ন হবেন, সহমর্মিতা অনুভব করবেন। এই বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে সীমান্তের ওপারের হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগ আমার ধারণা এই রাজনীতিটাই এখন করতে চাইছে ভারতের



ক্ষমতাসীন দল।

রাজনীতির বিষয়টি একটু বরং ডিটেইলে বলি। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে এখন বিজেপি। টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় থাকলেও এবার তারা আগের দুইবারের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বরং অন্য দুটি আঞ্চলিক দলের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী নির্বাচনে ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিজেপির আরেকটি চিন্তা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে। এদের সঙ্গে তারা পেরেই উঠছে না। লোকসভা কিংবা বিধানসভা দুই নির্বাচনেই তারা তৃণমূলের কাছে পাত্তা পায়নি। এই পাত্তা না পাওয়ার পেছনে ভোটের একটা সহজ সমীকরণ কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ভোটার ২৭ শতাংশের মতো। এই ভোটগুলো ঐক্যবদ্ধ। এরা যখন ভোট দেয়, একটি দলকেই দেয়। আগে এরা বামফ্রন্টকে ভোট দিত, এখন দেয় তৃণমূলকে। এই ২৭ শতাংশের মধ্যে বিজেপি হাত ঢোকাতে পারে না। বাকি ৭২ শতাংশের মতো হিন্দু ভোটার আছে, তার পুরোটাও কিন্তু বিজেপির নয়। সেটা চার ভাগ হয়ে যায়। বড় ভাগটা হয়তো বিজেপি পায়, কিন্তু তৃণমূল, বামফ্রন্ট বা কংগ্রেসও কম পায় না। বিজেপির হিসাব হচ্ছে, ৭২ শতাংশ হিন্দু ভোট থেকে দুই-তৃতীয়াংশ যদি তারা সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তাদের একটা চান্স থাকে পশ্চিমবঙ্গে জেতার। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই তাদের অনুগত 'গদি মিডিয়া'গুলো চালাচ্ছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু 'নির্যাতন'-এর নানামুখী প্রচারণা।

হিসাবটা তাদের সহজ। বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় সিংহভাগই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। আবার দুই পারের হিন্দুদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও কয়েক প্রজন্মের। কাজেই এখানকার সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হলে সেই ব্যথার অনেকটাই ওখানকার সংখ্যাগুরুদের গায়ে লাগে। 'বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে' এমন প্রচারণা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মাথায় একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে সেটা বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অনুকূলে চলে যাবে। সেই আলোচিত ৭২ শতাংশ হিন্দু ভোট থেকে আরও অতিরিক্ত কিছু ভোট তখন বিজেপির ব্যাগে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এই হিসাবটা যে তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতে পারছে না, তা নয়। তারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে, আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিচ্ছে। কদিন আগে বিধানসভা অধিবেশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আচমকাই বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের আহ্বান জানালেন, সেটা কিন্তু সেই উপলব্ধিরই প্রতিক্রিয়া। মমতা বা তৃণমূল এখন যেন বিজেপির সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তারা পশ্চিমবঙ্গের আবেগপ্রবণ হিন্দুদের বোঝাতে চাইছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য তাদের দলের কী নিদারুণ চিন্তা! পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সামনেই, ২০২৬ সালের প্রথম দিকে। তাই রাজনীতির গণিত অনুযায়ী সামনের বছরখানেক সময় তারা এই হিন্দু সহানুভূতির লড়াইয়ে বেশ তৎপর থাকবে।

ভারতের বিষয়টা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের দিক থেকেও কি কিছু ভুল হয়নি? আমি মনে করি হয়েছে। আচ্ছা, হিন্দু ধর্মগুরু চিন্ময় কৃষ্ণকে আপনারা আগে কতজন চিনতেন? তিনি কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ? একটা হালকা মামলায় গ্রেপ্তার করার মাধ্যমে আমাদের সরকার বা প্রশাসন কি তাঁকে হঠাৎ করেই গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দেয়নি? গ্রেপ্তারের পর জামিন নিয়ে আরও যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হলো, সেগুলো কি আগুনে কেরোসিন ঢালার মতো নয়? যে মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটার কথা একবার ভাবুন। চট্টগ্রামের নিউমার্কেট মোড়ে আগে থেকে উড়তে থাকা জাতীয় পতাকাকে ইসকনের গেরুয়া পতাকা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার অভিযোগে যে মামলা হয়েছে, সেটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলা বলা যায় না। প্রথমত, এটা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধের মধ্যে কি না, তা নিয়ে অনেকের সন্দেহ রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, মামলাটির যিনি বাদী, তিনি ছিলেন স্থানীয় বিএনপির একজন নেতা। তাঁর দল বিএনপি বিষয়টি পছন্দ করেনি, এমন মামলা করার কারণে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারও করেছে। মামলায় চিন্ময়সহ ১৯ জন আসামি রয়েছেন। অন্যদের নিয়ে কোনো কিছু, কোনো আলোচনা কি শুনেছেন? তাই চিন্ময়ের গ্রেপ্তারটা এই মুহূর্তে জরুরি ছিল কি না, এই প্রশ্নটিও তোলা জরুরি বলে আমি মনে করি। বিষয়টিকে আমার নাজুক এই সময়ে বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানানোর মতো মনে হয়েছে।

সরকার এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই সামনের সময়গুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

লন্ডনে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশে



প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশ হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর লন্ডনের এই সমাবেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে দেখা গেল আব্দুর রহমান, শফিকুর রহমান চৌধুরী, হাবিবুর রহমান হাবিব ও কবির বিন আনোয়ারকে।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রহমান ফরিদপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেট ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। হাবিবুর রহমান হাবিব সিলেট ৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারকে গত ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান করা হয়।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান। তিনি ভারতে অবস্থান করছেন।

ম্যানহাটনে ছুরিকাঘাতে অভিবাসী

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিউইয়র্ক পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার লোয়ার ম্যানহাটনের ১৭ জন-সেন্টের কাছে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় হামলাকারী ১৭ বছর বয়সী ইয়েরেমি কলিনো নামের এক কিশোরের বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে সংঘবদ্ধ দূবৃত্তরা। তার সাথে থাকা মাগারেস বল্লো নামে আরেক কিশোরকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। তাদেরকে আহতবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে কলিনোর মৃত্যু হয়। কলিনো অভিবাসী হিসেবে রুজভেল্ট হোটেলে থাকত। আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীণ রয়েছে। এ ঘটনার সাথে সন্দেহভাজন ৩ জনকে খুঁজছে পুলিশ।

চলতি বছরে প্রথম প্রিসিনক্টে এটিসহ ৪টি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে 'চুরাশিয়ান ফ্যামিলি ফান-টাইম'-এর আনন্দময় আয়োজন



নিউইয়র্ক: বন্ধু হলো আত্মার চিরসঙ্গী। "মিলি আত্মার টানে" এই হৃদয়ছোঁয়া স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে চুরাশিয়ানরা একত্রিত হয়েছিল নিউইয়র্কের কুইন্সে, যেখানে বন্ধুত্ব আর সম্প্রীতির বাঁধন আরও দৃঢ় হয়েছে। থ্যাংকসগিভিংকে উপলক্ষ করে এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচ, নিউইয়র্ক 'চুরাশিয়ান ফ্যামিলি ফান-টাইম'-এর বর্ণাঢ্য আয়োজন করে। নিউইয়র্কের কুইন্সে হিলসাইডের একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন চুরাশিয়ানদের জন্য এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। বিকেল থেকেই বন্ধু-স্বজনরা উৎসবের আমেজে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেন, যেখানে উষ্ণতা, হাসি-আনন্দ আর স্মৃতিচারণে ভরপুর ছিল প্রতিটি মুহূর্ত।

কোরআন তিলাওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। কোরআন তিলাওয়াত করেন নাসিরুল হক, আর গীতা পাঠ করেন দিপ্তী সেন। এর পরপরই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যান্থেম পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে এ পর্যন্ত পরলোকগত সকল চুরাশিয়ানদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন সাঈদ মাহবুবুর রহমান লিপু। এরপর সবার আন্তরিক অংশগ্রহণে নর্থ আমেরিকা চুরাশিয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শামস চৌধুরী রুশোর রচিত 'চুরাশিয়ান থিম সং' পরিবেশিত হয়, যা সকলকে একত্রিত হওয়ার অনুভূতিকে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করে।

থ্যাংকসগিভিংকে রাঙিয়ে তুলতে একটি বিশাল আকারের টার্কি কাটা হয়। স্মৃতিচারণ, আবৃত্তি ও কৌতুক পরিবেশনের পর, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হাসান মাহমুদ ও ঝুলন সেনের প্রাণবন্ত গানে, উপস্থিত সবাই উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। নাচ-গানের উল্লাসে মেতে ওঠা এই আনন্দঘন পরিবেশে পঞ্চাশোর্ধদেরও টগবগে তরুণ-তরুণী বলে মনে হচ্ছিল, যেন বয়স ছিল শুধু একটি সংখ্যা!

শেখ ইয়াসমিনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায়, এই আয়োজনে আরো সঙ্গীত পরিবেশন করেন দিপ্তী সেন ও রাব্বী সাঈদ, যা অনুষ্ঠানের পরিবেশকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তোলে। উপাদেয় ডিনারের পর, আগত সকলের হাতে থ্যাংকসগিভিং উপহার তুলে দেওয়া হয়।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারতের মিডিয়ায় বাংলাদেশ নিয়ে ভুয়া খবরের হিড়িক!

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে আরো বেশি ভুয়া আর উস্কানীমূলক খবরের প্রতিযোগিতায় নেমেছে ভারতের মিডিয়াগুলো। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর একাধিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ভারতের মিডিয়ার এসব খবর ভুয়া হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সংযতভাবে তথ্য যাচাই করে ভারতের গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের অনুরোধ করা হলেও এতে কোন ভ্রুক্ষেপই করছেনা তারা।

রিউমার স্ক্যানার এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশ নিয়ে ভুয়া সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে ভারতের ৪৯ টি গণমাধ্যমে

সর্বশেষ সীমান্তে বাংলাদেশ ড্রোন ব্যবহার করছে এমন একটি ভুয়া খবর সংবাদ প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, এমন ভুয়া খবর প্রচারে ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমগুলো 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব দেখাচ্ছে।

শুক্রবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে সংবাদ প্রকাশ করে যাতে বলা হয়, 'ভারত সীমান্তে বায়রাক্তার টিবি২ ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ'।

এরপর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের ফ্যাক্ট চেকে দেখা গেছে, এই খবর পুরোপুরি মিথ্যা ও গুজব। ভারত সীমান্তে এমন কোনো ড্রোন মোতায়েন করেনি বাংলাদেশ।

এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই প্রতিবেদন মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত খবর।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশ তার রুটিন কার্যক্রম ছাড়া দেশের কোনো অংশে কোনো ড্রোন মোতায়েন করেনি। এ ধরনের খবর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চালানো অপপ্রচার।

শুক্রবার রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতীয় গণমাধ্যমের এসব ভুয়া খবরবিষয়ক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয় গত ১২ আগস্ট থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের গণমাধ্যমে অন্তত ১৩টি ভুয়া খবর প্রচারিত হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের গণমাধ্যম 'রিপাবলিক বাংলা' সর্বাধিক ৫টি গুজব প্রচার করেছে বলে জানিয়েছে রিউমার স্ক্যানার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা হিন্দুস্তান টাইমস, জি নিউজ ও লাইভ মিন্ট অন্তত ৩টি করে গুজব প্রকাশ করেছে। এছাড়া অন্তত দুটি করে গুজব প্রচার করেছে রিপাবলিক, ইন্ডিয়া টুডে, এবিপি আনন্দ এবং আজতক। বাকি ৪১টি গণমাধ্যম প্রচার করেছে অন্তত একটি করে গুজব।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব ভুল তথ্যের মধ্যে ছিল শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর তার নামে ভুয়া খোলা চিঠি, মুসলিম ব্যক্তির নিখোঁজ ছেলের সন্ধানে মানববন্ধন করার ভিডিও কে হিন্দু ব্যক্তির দাবিতে প্রচার, ড. মুহাম্মদ ইউনূস আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার ভুয়া খবর, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ভিত্তিহীন দাবি, ট্রাম্পের বিজয়ের পর ড. ইউনূস ফ্রান্সে পালিয়ে যাওয়ার ভুয়া দাবি, পাকিস্তানি জাহাজের মাধ্যমে অস্ত্র আনার মিথ্যা দাবি, নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবী হিসেবে প্রচার, বাংলাদেশে ভারতীয় চ্যানেল বন্ধ হওয়ার গুজব, বাংলাদেশে মুসলিমদের হামলায় হিন্দু মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের দাবিতে ভারতের প্রতিমা বিসর্জনের ভিডিও প্রচার, শ্যামলী পরিবহনের বাসে হামলার মিথ্যা তথ্য, চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবীর ওপর হামলার ভুয়া দাবি এবং বাংলাদেশে জঙ্গি হামলা হতে পারে জানিয়ে যুক্তরাজ্যের ভ্রমণ সতর্কতা জারির বিভ্রান্তিকর খবর।

এদিকে বিবিসি বাংলা তাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলেছে বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার পর থেকে ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমগুলিতে এক ধরণের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব দেখা যাচ্ছে। প্রতিবেদনের ভাষা, উপস্থাপনা এবং তথ্য যাচাই না করেই তা প্রকাশ করা হচ্ছে ভারতের এক শ্রেণীর গণমাধ্যমে।

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভুয়া খবরও ছড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে, আবার সেগুলিই স্থান পাচ্ছে ভারতের নানা খবরের কাগজ-টিভিতে।

গণমাধ্যমের একাধিক বিশ্লেষক বলছেন শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমে একটা বিরোধিতার সুর দেখা যাচ্ছিল। তবে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পরে তা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।

'হাজার হাজার হিন্দুকে বাংলাদেশে হত্যা করা হচ্ছে, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে' এধরণের বাক্য প্রায়শই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে ভারতে সংগঠিত বিক্ষোভগুলি থেকে।

বিশ্লেষকরা বলছেন প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ভাষণ, কাগজ-টিভির প্রতিবেদন এবং সামাজিক মাধ্যম সব মিলিয়ে যে আখ্যান তৈরি করা হচ্ছে ভারতে, তা দেশটির হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে ফেলছেন।

যেসব ভুয়া খবর প্রচার করা হয় ভারতীয় মিডিয়ায়

ভারতের তথ্য যাচাই ও ভুয়া খবরের খোঁজ দেয় এরকম একটি ওয়েবসাইট 'অল্ট নিউজ' গত কয়েকদিনে বাংলাদেশ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি খবর খুঁজে পেয়েছে, যেগুলিতে 'বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ' হচ্ছে বলে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়েছে।

এইসব ভুয়া টুইট বা ফেসবুক পোস্টগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে 'সেভ বাংলাদেশি হিন্দুজ' বা 'অল আইজ অন বাংলাদেশি হিন্দুজ' অথবা 'প্রে ফর বাংলাদেশি হিন্দুজ'। আরও একটি বাক্য এধরনের ভুয়া পোস্টগুলিতে দেখা গেছে, যার মোটামুটি বাংলা অনুবাদ হল 'জিহাদিরা বাংলাদেশের হিন্দুদের কেটে ফেলছে অথচ বিশ্ব একেবারে চুপ করে আছে'।

অল্ট নিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা হচ্ছে এটাও যেমন ঘটনা, তেমনই এটাও সত্য যে বহু ভুয়া খবর, অসত্য তথ্য সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা হচ্ছে মূলত দক্ষিণপন্থী সামাজিক মাধ্যমগুলোতে। এর মধ্যে অনেক ভুয়া তথ্যই আবার মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

অল্ট নিউজ যেমন একটি ভুয়া খবর তুলে ধরেছে যেখানে প্রায় দুই মিনিটের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে একদল টুপি পড়া মানুষ লাঠি আর লোহার রড হাতে একটা চাষের ক্ষেতের ওপর দিয়ে উত্তেজিত ভাবে চলে যাচ্ছেন। পিছনে গুলির শব্দ শোনা গেছে।এক্স (সাবেক টুইটার)-এ লেখা হয়েছে, "কট্টরপন্থী জনতা বাংলাদেশের শেরপুর জেলার মুর্শিদপুরের একটি গ্রামে হামলা চালিয়েছে। হিন্দুদের বাড়ি, ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে দিয়েছে। একজনকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি একটি সুফি মাজার ভাঙচুর করে লুঠ করে হয়েছে।"

অল্ট নিউজ বলছে এই টুইটটি তিন লাখ ৬৬ হাজার মানুষ দেখেছেন আর সাড়ে ছয় হাজার রিটুইট করা হয়েছে।

অল্ট নিউজ বলছে কয়েকটি শব্দ দিয়ে সার্চ করেই তারা বার করে ফেলতে পেরেছে যে ভিডিওটি ২৬শে নভেম্বর শেরপুরের মুর্শিদপুরে দরবার শরিফে যে হামলা হয়েছিল, সেই ঘটনার ভিডিও। বাংলাদেশের কয়েকটি সংবাদপত্রে ওই ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ২৭শে নভেম্বর।



হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপরে হামলার কোনও ঘটনাই নয় এটি। ওই ওয়েবসাইটটি ২৯শে নভেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের একটি ভিডিও কীভাবে হিন্দুত্ববাদী সামাজিক মাধ্যমগুলো 'হিন্দুদের গণহত্যা' বলে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ওই ভিডিওর ডেস্ক্রিপশনে লেখা হয়েছে "বাংলাদেশি হিন্দুদের গণহত্যা ভারত এবং সারা বিশ্বের হিন্দুদের চোখ খুলে দিয়েছে। আপনার বাংলাদেশের ভাই বোনেদের পরিত্যাগ করবেন না, তারা হাসিনার পতনের পর থেকেই ইসলামিদের রাগের শিকার হচ্ছেন।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কয়েকটি ভিডিও একসঙ্গে জুড়ে একটি পোস্ট করেছিলেন, যার মধ্যে অল্ট নিউজ দেখতে পেয়েছে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ওই প্রথম ভিডিওটিও। এই টুইটের ডেস্ক্রিপশনে তিনি লিখেছিলেন যে কীভাবে সনাতনী হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ হচ্ছে। তিনি অবশ্য 'জিনোসাইড' বা গণহত্যা যে এই ঘটনাগুলিকে এখনও বলা যায় না, সেটাও লিখেছিলেন।

অল্ট নিউজ খুঁজে পেয়েছে যে আসলে ভিডিওটি বাংলাদেশের বিডিনিউজ২৪.কম এর এবং ঘটনাটি ছিল ২৫শে নভেম্বরের, যেদিন ঢাকার মাতুয়াইলের মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ আর কবি নজরুল সরকারি কলেজের ছাত্ররা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মোল্লা কলেজের ছাত্র অভিজিৎ হাওলাদারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

এর সঙ্গে কোনও 'হিন্দুদের গণহত্যার' যোগই নেই। তবুও লাখ লাখ মানুষ ওইসব ভিডিওগুলি দেখেছেন, রিটুইট করেছেন যার ফলে একটা জনমত তৈরি হতে শুরু করে দেয়।

আবার এরকমও ভিডিও দেখা গেছে, যেখানে একটি অগ্নিকাণ্ড দেখানো হয়েছে। বলা হচ্ছে চট্টগ্রামের একটি হিন্দু বসতিতে আগুন দেওয়ার কথা। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রথম কয়েক সেকেন্ড সম্ভবত 'হিন্দি'তে কথা বলা হচ্ছে এবং তার পরের অংশটিতে খুবই শান্ত স্বরে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের। ওই একই ভিডিও অন্তত দুটি ভিন্ন ভয়েস ওভার সহ যে শেয়ার করা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে, তা বিবিসি বাংলা দেখেছে।

ভিডিওটি শেয়ার হওয়ার পরে সেটি অন্তত একটি বাংলা টিভি চ্যানেল দীর্ঘক্ষণ ধরে তা দেখিয়েছে।কী কী ভুয়া খবর

ভারতের তথ্য যাচাই ও ভুয়া খবরের খোঁজ দেয় এরকম একটি ওয়েবসাইট 'অল্ট নিউজ' গত কয়েকদিনে বাংলাদেশ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি খবর খুঁজে পেয়েছে, যেগুলিতে 'বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ' হচ্ছে বলে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়েছে।

এইসব ভুয়া টুইট বা ফেসবুক পোস্টগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে 'সেভ বাংলাদেশি হিন্দুজ' বা 'অল আইজ অন বাংলাদেশি হিন্দুজ' অথবা 'প্রে ফর বাংলাদেশি হিন্দুজ'। আরও একটি বাক্য এধরনের ভুয়া পোস্টগুলিতে দেখা গেছে, যার মোটামুটি বাংলা অনুবাদ হল 'জিহাদিরা বাংলাদেশের হিন্দুদের কেটে ফেলছে অথচ বিশ্ব একেবারে চুপ করে আছে'।

অল্ট নিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা হচ্ছে এটাও যেমন ঘটনা, তেমনই এটাও সত্য যে বহু ভুয়া খবর, অসত্য তথ্য সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা হচ্ছে মূলত দক্ষিণপন্থী সামাজিক মাধ্যমগুলোতে। এর মধ্যে অনেক ভুয়া তথ্যই আবার মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

অল্ট নিউজ যেমন একটি ভুয়া খবর তুলে ধরেছে যেখানে প্রায় দুই মিনিটের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে একদল টুপি পড়া মানুষ লাঠি আর লোহার রড হাতে একটা চাষের ক্ষেতের ওপর দিয়ে উত্তেজিত ভাবে চলে যাচ্ছেন। পিছনে গুলির শব্দ শোনা গেছে।এক্স (সাবেক টুইটার)-এ লেখা হয়েছে, "কট্টরপন্থী জনতা বাংলাদেশের শেরপুর জেলার মুর্শিদপুরের একটি গ্রামে হামলা চালিয়েছে। হিন্দুদের বাড়ি, ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে দিয়েছে। একজনকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি একটি সুফি মাজার ভাঙচুর করে লুঠ করে হয়েছে।"

অল্ট নিউজ বলছে এই টুইটটি তিন লাখ ৬৬ হাজার মানুষ দেখেছেন আর সাড়ে ছয় হাজার রিটুইট করা হয়েছে।

অল্ট নিউজ বলছে কয়েকটি শব্দ দিয়ে সার্চ করেই তারা বার করে ফেলতে পেরেছে যে ভিডিওটি ২৬শে নভেম্বর শেরপুরের মুর্শিদপুরে দরবার শরিফে যে হামলা হয়েছিল, সেই ঘটনার ভিডিও। বাংলাদেশের কয়েকটি সংবাদপত্রে ওই ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ২৭শে নভেম্বর।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপরে হামলার কোনও ঘটনাই নয় এটি। ওই ওয়েবসাইটটি ২৯শে নভেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের একটি ভিডিও কীভাবে হিন্দুত্ববাদী সামাজিক মাধ্যমগুলো 'হিন্দুদের গণহত্যা' বলে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ওই ভিডিওর ডেস্ক্রিপশনে লেখা হয়েছে "বাংলাদেশি হিন্দুদের গণহত্যা ভারত এবং সারা বিশ্বের হিন্দুদের চোখ খুলে দিয়েছে। আপনার বাংলাদেশের ভাই বোনেদের পরিত্যাগ করবেন না, তারা হাসিনার পতনের পর থেকেই ইসলামিদের রাগের শিকার হচ্ছেন।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কয়েকটি ভিডিও একসঙ্গে জুড়ে একটি পোস্ট করেছিলেন, যার মধ্যে অল্ট নিউজ দেখতে পেয়েছে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ওই প্রথম ভিডিওটিও। এই টুইটের ডেস্ক্রিপশনে তিনি লিখেছিলেন যে কীভাবে সনাতনী হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ হচ্ছে। তিনি অবশ্য 'জিনোসাইড' বা গণহত্যা যে এই ঘটনাগুলিকে এখনও বলা যায় না, সেটাও লিখেছিলেন।

অল্ট নিউজ খুঁজে পেয়েছে যে আসলে ভিডিওটি বাংলাদেশের বিডিনিউজ২৪.কম এর এবং ঘটনাটি ছিল ২৫শে নভেম্বরের, যেদিন ঢাকার মাতুয়াইলের মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ আর কবি নজরুল সরকারি কলেজের ছাত্ররা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মোল্লা কলেজের ছাত্র অভিজিৎ হাওলাদারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

এর সঙ্গে কোনও 'হিন্দুদের গণহত্যার' যোগই নেই। তবুও লাখ লাখ মানুষ ওইসব ভিডিওগুলি দেখেছেন, রিটুইট করেছেন যার ফলে একটা জনমত তৈরি হতে শুরু করে দেয়।

আবার এরকমও ভিডিও দেখা গেছে, যেখানে একটি অগ্নিকাণ্ড দেখানো হয়েছে। বলা হচ্ছে চট্টগ্রামের একটি হিন্দু বসতিতে আগুন দেওয়ার কথা। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রথম কয়েক সেকেন্ড সম্ভবত 'হিন্দি'তে কথা বলা হচ্ছে এবং তার পরের অংশটিতে খুবই শান্ত স্বরে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের। ওই একই ভিডিও অন্তত দুটি ভিন্ন ভয়েস ওভার সহ যে শেয়ার করা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে, তা বিবিসি বাংলা দেখেছে।

ভিডিওটি শেয়ার হওয়ার পরে সেটি অন্তত একটি বাংলা টিভি চ্যানেল দীর্ঘক্ষণ ধরে তা দেখিয়েছে।

তথ্য যাচাই না করেই প্রকাশ?

একটি সর্বভারতীয় টিভি নিউজ নেটওয়ার্কের পূর্বাঞ্চলীয় সম্পাদক বিশ্ব মজুমদারও বিষয়টি স্বীকার করলেন।

এখানে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তার অধীনস্থ কোনও চ্যানেল ওপরে উল্লেখিত 'হিন্দু বসতিতে আগুন'এর ভিডিওটি দেখায় নি। সেটা অন্য একটি চ্যানেলের ঘটনা।

'নেটওয়ার্ক ১৮'-এর পূর্বাঞ্চলীয় সম্পাদক মি. মজুমদার বলছিলেন, "কোনও তথ্য বা ভিডিও পেলে সেটা যাচাই বাছাইয়ের ব্যাপারটাই এখন উঠে গেছে। আমরা যে সাংবাদিকতার শিক্ষা পেয়েছি, ২৫-৩০ বছর ধরে কাজ করছি, তাদের সঙ্গে এখনকার সাংবাদিকদের কাজের ধরণটাই বদলে গেছে। এরা যে কোনও ঘটনা ঘটলে সেটা যাচাই না করেই অন্য চ্যানেলে দেখতে পেলেই তা চালিয়ে দেয়। ব্রেকিং নিউজের প্রতিযোগিতা চলছে এটা! কে কত আগে সেনসেশন তৈরি করতে পারবে, সেই লড়াই চলছে চ্যানেলগুলোর মধ্যে।

"বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে যা সংবাদমাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, তা সত্যিই সাংবাদিকতা নয়," বলছিলেন মি. মজুমদার।

বিভিন্ন ভারতীয় টিভি চ্যানেলে উঁচু গলায়, চিৎকার করে কথা বলে বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি পরিবেশন করা হচ্ছে, যেন একটা যুদ্ধ বেঁধেছে বাংলাদেশের সঙ্গে! সেই 'যুদ্ধে' একদিকে বাংলাদেশের হিন্দুরা, অন্যদিকে মুসলমানরা এমনভাবেই পরিবেশন করা হচ্ছে খবর।

অল্ট নিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহা বলছিলেন, "ভুয়া তথ্য পরিবেশন যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে হচ্ছে তা নয়। ভারতের বাইরের নানা ঘটনায় যেমন ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও এরকম ভুয়া তথ্য পরিবেশনের ঘটনা আমরা দেখেছি।"

বিশ্ব মজুমদারের কথায়, "বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে তা হল সেখানে যে কী ঘটছে তার বাস্তব চিত্র আমরা খুব একটা পাচ্ছি না। এর কারণ হল আমরা যারা কলকাতা থেকে চ্যানেল চালাই, তাদের কাররই বাংলাদেশে কোনও প্রতিনিধি নেই এই মুহূর্তে। যেটুকু যা পাওয়া যাচ্ছে তার একটা বড় অংশ আসছে সামাজিক মাধ্যম থেকে। এর ভিত্তিতে এটা বলা যায় না যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ বা খুব ভাল।

"এখন সামাজিক মাধ্যম থেকে পাওয়া খবরের ওপরে ভিত্তি করে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা সেটা বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা খুব কম সাংবাদিকেরই আছে। যে কোনও দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যমেরই এটা কর্তব্য যে কোন খবরটা সঠিক, কোনটা ভুয়া সেটা বিচার বিবেচনা করে তারপরে প্রকাশ করা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা ঘটনা কিছু সংবাদমাধ্যম, যাদের কোনও একটা অ্যাজেন্ডা আছে, তারাই এই দায়িত্বটা পালন করছে না কোনও কোনও ক্ষেত্রে," বলছিলেন বিশ্ব মজুমদার।

বাংলাদেশ নিয়ে আখ্যান বদল কেন?

একটা সময়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ আর ভারতে 'সুসম্পর্ক' নিয়ে অনেক খবর প্রকাশিত হত। কিন্তু পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে মূল ধারার গণমাধ্যম বাংলাদেশ নিয়ে একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করেছে। তারা বারবার প্রশ্ন তুলছে বাংলাদেশের সরকারের পরিচালনা নিয়ে, কারা এই সরকার 'আসলে' পরিচালনা করছে, তা নিয়ে।

পুণের এমআইটি এডিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সম্বিত পাল বলছিলেন, "ভারতের মিডিয়ায় এর আগে যেভাবে ভারত-বন্ধু শেখ হাসিনার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন দেখিয়েছে, ঠিক সেই পথেই অধিকাংশ মিডিয়া হাসিনা সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনুস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কারণ, তারা মনে করছে বাংলাদেশের এই সরকার ভারতের বর্তমান শাসকদলের বিরোধী।"

তার কথায়, "২০২১ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনা নিয়ে ভারতের মিডিয়া এতটা উচ্চগ্রামে খবর করেনি। কারণ তখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি মোদী ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ভারতীয় মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তারা ওই অবস্থান নিয়েছিল। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা বদলিয়েছে।"

বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তা না কি ভারতীয় হিন্দু ভোট আসল লক্ষ্য?

বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পরে গত দেড় সপ্তাহ ধরে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় যত বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে, সেখানে হিন্দুত্ববাদী নেতা-নেত্রীদের মুখে একটা কথা বারে বারে শোনা গেছে যে হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হন তাহলে ভারতেও একই পরিস্থিতি হবে। হিন্দুরা যেমন বাংলাদেশে আক্রান্ত হচ্ছেন, ভারতেও তেমনটা হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বলে একটা আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করছেন হিন্দুত্ববাদী নেতা-নেত্রীরা।

একটা সময়ে পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হত ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমান-বিরোধী আখ্যান তৈরি করার জন্য। কিন্তু এখন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে বাংলাদেশকে।

সেই আখ্যানের একদিকে মুসলমানরা, তারা যে দেশেরই হোন, অন্যদিকে থাকছেন হিন্দুরা। বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়', অর্থাৎ হিন্দুরা বিপদে আছেন।

অল্ট নিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহা বলছিলেন, "সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের প্রতিবাদ আন্দোলন অথবা ইসরায়েল বা এখন বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রেই ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে আসলে ঘুরপথে ভারতীয় মুসলমানদেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। এখানকার মুসলমানদের ওপরে বিদ্বেষ ছড়ানো যাতে যুক্তিযুক্ত হিসাবে দেখানো যায় সেই আখ্যান তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।"

অধ্যাপক সম্বিত পাল বলছিলেন, "এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে যাদের লাভ হবে, তারাই এই ভুয়ো খবর ছড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জন্য এর থেকে ভাল বিষয় আর হতে পারে না। ঠিক যেভাবে ভারতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের মধ্যে টেনশনকে নিজেদের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়, ঠিক সে ভাবে বাংলাদেশের ঘটনা নিয়েও তাই হচ্ছে।"

তার ব্যাখ্যা, বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তার থেকে অনেক বেশি মাত্রায় ভারতের নির্বাচনী স্বার্থ এখানে কাজ করছে।

হাসিনা ইস্যুতে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

মিজানুর রহমান: উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চারদিকে। আছে নতুন নতুন গুজব। গত ক'দিনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে যা ঘটেছে তা ৫২ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কেন এমনটি হলো? ভারতকে তো বাংলাদেশের মানুষ বন্ধু জ্ঞান করে। '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ ভারতের সেই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে! বলা হচ্ছে এসবই ছিল মেকি। পাকিস্তানকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ভেঙে টুকরো করেছে একটি স্বার্বভৌম রাষ্ট্রকে। সবই রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ এবং ভারতের বর্তমান সীমানায় বসবাসরতদের বন্ধন অনেক পুরনো। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। নানা কারণে পাশাপাশি থাকা দু'টি জনপদ একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কেও তা-ই হয়েছে।

কিন্তু বহু দলমত, ধর্ম-বর্ণের মানুষের 'বাংলাদেশ'-এর ওপর যে ভারত খানিকটা হলেও নির্ভরশীল তা তারা খুব কম সময়ই স্বীকার করে। ৫ই আগস্টের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পর থেকে 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওই সম্পর্ক' নিয়ে তো ভারতীয় মিডিয়া রীতিমতো প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা করছে। তাদের বয়ান যাই হোক- বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের কূটনীতিকরা এখনো এটা পুরোপুরি অস্বীকার করছেন না। বরং তারা বলছেন যে, আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক 'বহুমাত্রিক'। ভারতের বহুধা-বিভক্ত রাজনীতি, প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম এবং বর্তমান সরকারের আচরণে বিশ্লেষকদের কাছে এটা অনুমেয় যে, শেখ হাসিনা ইস্যুতেই ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে বিচ্ছিন্ন 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' নিয়ে ভারত থেকে যেভাবে কথাবার্তা আসছে তাতে পেশাদার কূটনীতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক তো বটেই, সাধারণের মধ্যে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। ভারত কি আদতে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিকল্প চিন্তা করতে পারছে না?



কূটনৈতিক সূত্র বলছে, মুখে যাই বলা হোক বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে 'শেখ হাসিনা', 'আওয়ামী লীগ', 'সংখ্যালঘু রাজনীতি' 'হিন্দুত্ববাদ' নতুন আলোচ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গত ক'মাসে এটা অনেকটাই স্পষ্ট। এই সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ফরেন অফিস কনসালটেশন, দিল্লির বিদেশ সচিবের সফরসহ আগামীর আলোচনাগুলোতে এসব ইস্যু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়া ফেলবে। ভারতীয় মিডিয়া এবং দেশটির কিছু উগ্রবাদী সংগঠনের বাংলাদেশ-বিরোধী বয়ান বিশেষত শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে নির্যাতন করা হচ্ছে মর্মে যে ক্যাম্পেইন চলছে তা দুনিয়া জুড়ে থাকা হিন্দুদের কাছে পৌঁছে গেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষমতা গ্রহণ বৈধ নয় এবং তিনি সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় ব্যর্থ বলে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। দুনিয়ার সামনে 'বাস্তব সত্য' তুলে ধরা এখন ঢাকার বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় সংস্কার, নির্বাচন এবং অন্যান্য জরুরি কাজ বাদ দিয়ে দেশে দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় বাড়তি সময় ব্যয় করতে হবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে। যা তাদের রুটিন কাজে ব্যাঘাত এবং অবস্থানকে প্রলম্বিত করতে পারে।

বাংলাদেশে ভারতের প্রভাব পর্যালোচনায় অনেক বিশ্লেষক শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ হাসিনার বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার ইতিহাস টানছেন। তারা শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকার কথা স্মরণ করছেন। তারা বলছেন শেখ হাসিনা কেবলমাত্র তার পিতার রক্তের উত্তরাধিকারীই নন, তিনি তার পদাঙ্ক, সম্পর্কের লিগ্যাসি এবং রাজনৈতিক আদর্শকে ধারণ করে চলেছেন পতনের মুহূর্ত পর্যন্ত। তবে জুলাই-আগস্টের নির্মমতার প্রশ্ন টেনে মুরুব্বিদের অনেকেই এখন এটা বলার চেষ্টা করেন যে, কন্যার মতো এতটা নির্দয় ছিলেন না জাতি-রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব। হ্যাঁ, ভারতের বাইপার্টিজান লিডারশিপের সঙ্গে পিতার মতোই কন্যা ভাব বা বন্ধুত্ব রক্ষা করেননি শুধু বরং তিনি আরও গভীরতা এনেছেন। এটা সত্য যে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের উভয়ের গভীর সখ্যতা রয়েছে যুগের পর যুগ ধরে। পিতার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর দুই কন্যার আশ্রয় এবং শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথমত টিকিয়ে রাখা এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠায় ভারতের অপরিসীম ভূমিকা ছিল, যা দেশটির প্রয়াত প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জির বয়ানে অনেকটাই উল্লেখ রয়েছে।

সেদিনের ঘটনা, ২০১৩ সালেও জাতিসংঘের মধ্যস্থতা, সব দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চাপে শেখ হাসিনার যখন দিশাহারা অবস্থা তখন ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ভারত। দেশটির সরকার (কংগ্রেস) বিশেষ দূত হিসেবে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় পাঠায়। তখনো ভোটের মাঠ থেকে দূরে জাতীয় পার্টি। তাদের নির্বাচনে আনার জন্য দূতিয়ালি করেন তিনি। সফলও হন। সুজাতাই সেদিন শেখ হাসিনার পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। বলাবলি আছে- পশ্চিমা দুনিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও জানুয়ারি '১৪ টু জানুয়ারি '২৪- ভারত শেখ হাসিনার পাশে ছিল ছায়ার মতো। আর এ জন্যই তিনি এতটা নির্দয়ভাবে তার স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন । কেবল সরকার নয়, দলেও তার কথাই ছিল শেষ কথা। যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বাঘাবাঘা নেতা রয়েছেন হাসিনার দলে। '২৪ সালের ডামি ভোটে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ার প্রচণ্ড রিজারভেশন ছিল। বিরোধী দলগুলো মাঠে ছিল সক্রিয়। সব অগ্রাহ্য করে ৭ই জানুয়ারি '২৪-এর নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা। ঘরে-বাইরে বাধা সত্ত্বেও সবকিছু জয়ের আনন্দে তখন তিনি এবং তার শিবির আত্মহারা। ভারতের নেতৃত্ব তখন ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে, দেশটিতে ভোট চলছিলো। বলাবলি আছে, ওই 'রিলাক্সভাবই' শেখ হাসিনার পতনকে ত্বরান্বিত করে ৬ মাসের মাথায় যা আজও ভারতের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছে না! ফলে বাংলাদেশে রেজিম চেঞ্জের পর থেকে দুই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর সম্পর্ক কেবলই তিক্ত হচ্ছে। ভারতীয় বিশ্লেষকরা শুরু থেকেই বাংলাদেশের এই পরিবর্তন নিয়ে নানা কথা বলছেন। তারা ড. ইউনূস, বিএনপি কিছু না দেখে কেবলই ইসলামপন্থিদের উত্থান দেখছেন। ভারতের বাইপার্টিজান রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসনযন্ত্র তো গত দেড় যুগ ধরে শেখ হাসিনার বাইরে বাংলাদেশে কাউকে কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- ৫ই আগস্টে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের ইতি টেনেছে। ওই দিনের আগ পর্যন্ত এখানে তাদের 'অনুগত' প্রশাসন থাকলেও এখন যে নেই– তা তাদের মেনে নিতে হবে। এমন বার্তাই দিচ্ছে সরকার ও নাগরিক সমাজ। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন কোনোরকম রাখঢাক ছাড়াই ক'দিন ধরে বলছেন ৫ই আগস্টের পূর্বাপর বাংলাদেশ এক নয়। এই রিয়েলিটি দিল্লিকে মানতেই হবে। ঢাকার প্রতিষ্ঠিত একটি দৈনিক শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সেই বিখ্যাত বক্তব্যকে স্মরণ করে একটি নিবন্ধ ছেপেছে। যার শিরোনাম ছিল- "ভারত তুমি রিয়েলিটি মাইন্যে ন্যাও"। হ্যাঁ এটা সত্য ভারত যেটুকু সময় এই রিয়েলিটি না মানছে ততদিন বাংলাদেশকে একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরতে হবে। সম্পর্ক রক্ষায় উভয়ের চাওয়া-পাওয়ার মাঝামাঝি পথ ও পন্থা বের করে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনা চ্যাপ্টার আপাতত ক্লোজ এটা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়া জরুরি নয়। তবে এটা মানছেন সবাই পরিবর্তিত নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে টিকে থাকবে। কারণ বহু চড়াই-উৎরাইর মধ্যদিয়ে দলটি পৌনে একশ' বছর পার করেছে।

ভারতে কেমন আছেন শেখ হাসিনা:

বিবিসি বাংলার রিপোর্ট মতে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত আশ্রয় দিলেও তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছে। যদিও তাকে ফোনে কথাবার্তা বলার সুযোগ দিচ্ছে, তবে এটাও লিমিটেড। তিনি (বা তার সঙ্গে থাকা ছোট বোন শেখ রেহানা) দিল্লিতে নামার পর থেকে কীভাবে আছেন, কোথায় আছেন- তা নিয়ে ভারত সরকারের মুখপাত্র, মন্ত্রী বা নীতিনির্ধারকরা আজ পর্যন্ত একটি শব্দ খরচ করেননি। কোনো সাংবাদিক সম্মেলনে না, কোনো সাক্ষাৎকারেও না। তবে ভারত সরকার গত অক্টোবরে এটুকু জানিয়েছে যে তিনি ভারতেই অবস্থান করছেন, অন্য দেশে যাওয়ার খবর সঠিক নয়। দিল্লিতে শেখ হাসিনার অবস্থানের ৪ মাসের মাথায় প্রশ্ন উঠছে তাহলে কী তিনি তিব্বতি ধর্মগুরু দালাই লামা বা আফগান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নজিবুল্লাহ'র স্ত্রী-সন্তানদের মতো ভারতে 'পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম' বা রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে যাচ্ছেন? এ নিয়েও ভারত এখনো কিছু বলেনি। ভারতের চোখে এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা একজন গেস্ট, বাট আন্ডার কমপালশন! অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রের একজন সম্মানিত অতিথি; যাকে বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

ভারতে আসার পর পর শেখ হাসিনা যাতে প্রয়োজনে তৃতীয় কোন দেশে সফর করতে পারেন, এই জন্য দেশটির সরকার তাকে 'ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট' (টিডি) দিয়েছে।

কূটনীতিতে 'হাসিনা ইস্যু', প্রশ্ন খোদ ভারতেই, তবে...

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত অজয় বিসারিয়া মনে করেন, কংগ্রেস বা বিজেপি নয়, দিল্লির জন্য যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ হাসিনাকে ভারতে রাখা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই! যদিও বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে ভারতে থাকতে দেওয়াটা দিল্লির জন্য একটা 'ডেলিকেট ডিলেমা' বা খুব স্পর্শকাতর দ্বিধার বিষয়। কূটনৈতিক মহল বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা দিল্লির এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেন এভাবে- আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কারণেই সঙ্কটের মুহূর্তে শেখ হাসিনার পাশে তাদের দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত: এত ঘনিষ্ঠতার পরও শেখ হাসিনা প্রত্যাখ্যাত হলে আগামী দিনে দক্ষিণ এশিয়া বা নেইবারহুডের কোন দেশের কোন নেতাই ভারতের বন্ধুত্বে ভরসা রাখতে পারবেন না। সে করণেই পুরনো বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়ার সবচেয়ে সম্মানজনক রাস্তা হলো, শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির সম্মান দিয়ে যতদিন দরকার, ততদিন ভারতেই রেখে দেয়া। দিল্লির থিঙ্কট্যাঙ্ক আইডিএ-সএ-র সিনিয়র ফেলো স্মৃতি পট্টনায়কের ভাষ্য মতে, শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালে শেখ হাসিনা যখন সপরিবার ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন তখনও কিন্তু টেকনিক্যালি তাকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দেওয়া হয়নি বরং পরিচয় গোপন রেখে তাকে রাষ্ট্র একজন অতিথি হিসেবেই রেখেছিল। সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছিলেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই ঘটনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর আজকের নরেন্দ্র মোদি সরকার ঠিক একই রকম পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে ওই কূটনীতিক মনে করেন, ১৯৭৫ থেকে '৮১ প্রায় ছ'বছর যেভাবে ছদ্মপরিচয়ে ও মিডিয়ার নজর এড়িয়ে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের দিল্লিতে রাখা সম্ভব হয়েছিল আজকের যুগে বাস্তব কারণেই তা হয়তো সম্ভব হবে না! কিন্তু দিল্লিতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি যে ভারত ও বাংলাদেশের নতুন সরকারের মধ্যে সম্পর্কে অস্বস্তির উপাদান হয়ে উঠতে পারে, এটা বহু পর্যবেক্ষকই এখন মানেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের অধ্যাপক ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির লেখক-গবেষক অবিনাশ পালিওয়ালের মতে, ভারতেই যদি শেখ হাসিনা থেকে যান তাহলে সেটা হয়তো দু'দেশের সম্পর্কে ডিল-ব্রেকার হবে না, কিন্তু দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিকে তা জটিল করবেই! তার মতে, হাসিনার বিরুদ্ধেই তো বাংলাদেশে অভ্যুত্থান হলো, তিনিই যদি ভারতে আশ্রয় পান তাহলে সেটা দুই দেশের সম্পর্কে অবশ্যই অস্বস্তি বয়ে আনবে। সেই লক্ষণ আমরা এরইমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আর সেই আশ্রয় যদি ঘটা করে হয়, তাহলে অবশ্য কূটনৈতিক জলঘোলা হবে। দিল্লির জেএনইউ-তে সাউথ এশিয়া স্টাডিজের অধ্যাপক সঞ্জয় ভরদ্বাজ মনে করেন- ভারতে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার আর একটা বড় সুবিধা হলো- তিনি এই স্বীকৃতিটা পেলে তাকে 'প্রত্যর্পণ' করার বা বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার যে কোন অনুরোধ শুধু সেই যুক্তিতেই ফেরানো যাবে। তবে অসুবিধার দিকটা হলো, শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অবধারিতভাবে তিক্ত হবে। বাংলাদেশে একটা শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব হয়তো ইন্ধন পাবে। যেহেতু বর্তমান বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ ও 'স্টেক' শত শত কোটি টাকার-তাই দিল্লি সেই ঝুঁকিটা আগ বাড়িয়ে নেবে কি না, সেটা একটা এখন দেখার বিষয়! স্মরণ করা যায়, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) গত ১৭ই অক্টোবর 'ফেরার' শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ারা জারি করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারও জানিয়েছে, তারা এই নির্দেশ বাস্তবায়নে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত বৃহস্পতিবারের ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রফিকুল আলম বলেছেন, শেখ হাসিনাকে ফেরৎ চাওয়ার কাজে এখনো তার দপ্তর কোন তৎপরতা শুরু করেনি। দিল্লির মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও জানিয়েছেন তারা বাংলাদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির রিপোর্ট দেখেছেন। কোন অনুরোধ এখনো পাননি।

শেষ কথা:

এই নিবন্ধ পাঠকের গোচরে থাকা অবস্থায় উপরুল্লিখিত অনেক কিছুতেই পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষ করে ৯ই ডিসেম্বর সোমবার ঢাকায় ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব বিক্রিম মিশ্রি'র প্রথম সফর এবং সেদিনই পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক (ফরেন অফিস কনসালটেশন) হওয়ার কথা। জানা গেছে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আগে দুই সচিব কিছুটা সময় একান্তে কথা বলবেন। দিল্লির আগ্রহেই সচিবদ্বয়ের ওয়ান টু ওয়ান বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা। একদিনের ওই সফরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তার পৃথক সৌজন্য সাক্ষাতের সূচি রয়েছে। রাজনীতি এবং কূটনীতির রসায়ন স্বতন্ত্র। আলোচনার আগে বা পরে নতুন সিদ্ধান্ত কিংবা ঘোষণা আসা অমূলক নয়। তবে এটা ঘোষণা হোক বা না হোক টানাপোড়েন সত্ত্বেও দিল্লির বিদেশ সচিব যখন আসছেন, তখন শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ তথা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কোন না কোন ফর্মে আলোচনা হবেই, এটা প্রায় নিশ্চিত।

সৌজন্যে: মানবজমিন, জনতার চোখ

ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভা অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায়। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার সাবেক ভিপি বেলালের বাসভবনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত। সাধারণ সম্পাদক মোশাহিদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি সাকাওয়াত হোসেন চঞ্চল, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান।

সভায় বক্তব্য রাখেন সাইদুর রহমান লিংকন, সহ সভাপতি আবু তাহের চৌধুরী, সহ সভাপতি অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ, সহ সভাপতি নবী হোসেন প্রধান, সহ সভাপতি হেদায়েত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক ইমরান খন্দকার, প্রচার সম্পাদক আবুল কাসেম, উপদেষ্টা তোফাজ্জল আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলভী, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রব্বানী বেলাল, রাশেদা হক কনিকা, রাফিজা রাফি প্রমুখ।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্তকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

212-691-4343

seemagulianiesq@gmail.com

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

বাংলাদেশে অবৈধ বিদেশি নিয়ে সতর্কবার্তা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে অবৈধ বিদেশিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সতর্কতা জারির পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, কোনো বিদেশিকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না।

রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অবৈধ বিদেশি নিয়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। এতে অবৈধভাবে যারা বাংলাদেশে রয়েছেন, তাদের দ্রুত বৈধতার কাগজপত্র সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে সিনিয়র স্বরাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের পাশাপাশি স্বাক্ষর রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) খোদা বখস চৌধুরীর।

এতে বলা হয়, যেসব বিদেশি নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন বা কর্মরত আছেন, তাদের অবিলম্বে বাংলাদেশে অবস্থানের বা কর্মরত থাকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বৈধতা অর্জনের জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইন-ানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত ২৮ মে দেশে অবস্থানরত বৈধ ও অবৈধ বিদেশি কর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিরূপণ করতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এসব বিদেশি কর্মী কীভাবে, কোন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের অর্থ দেশের বাইরে পাঠান, তাও অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়।



চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে 'অবৈধ বিদেশি খেদাও আন্দোলন' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করে এর সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন দাবি করেন, বাংলাদেশে ১০ লক্ষাধিক অবৈধ বিদেশি শ্রমিক বসবাস করছেন। এ ছাড়া ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গত ৫ সেপ্টেম্বর ফেরিভায়েড ফেসবুক পোস্টে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক ২৬ লাখ ভারতীয় নাগরিক চাকরি করেনু এমন দাবি করে তাদের চাকরিচ্যুত করার দাবি জানায় আওয়ামী লীগ। এতে বলা হয়, 'মাননীয় উপদেষ্টা ২৬ লাখ ভারতীয় নাগরিক যারা বাংলাদেশে চাকরি করে, তাদের তালিকা করে, চাকরি থেকে বিদায় করে, দেশের তরুণ বেকারদের সুযোগ তৈরি করতে হবে!' ওই পোস্টে কমেন্টস বক্সে বলা হয়, 'এ তথ্য উপদেষ্টাই দিয়েছিলেন। সুতরাং এ কাজ তারই সম্পাদন করতে হবে।'

এদিকে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেন উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম। কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'কোনো বিদেশি নাগরিককে অবৈধভাবে বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না।'

হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হলো প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, 'এটি হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নয়। কতজন বিদেশি আছেন, কোন কোন দেশের বিদেশিরা আছেন, সেই তালিকা পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তারা কতদিন পর্যন্ত এ দেশে থাকতে পারবেন।'

ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেও সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'সীমান্তে আমরা পুরো সতর্ক রয়েছি। শুধু সিলেট নয়, বেনাপোলসহ অন্যান্য স্থানেও বিজিবি সতর্ক রয়েছে। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না।'

আরেক প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, থার্টি ফার্স্ট নাইটে তরুণদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আগে থেকে বোঝালে তারা সাবধান হতে পারবে। ইতোমধ্যে আমরা ফানুস ওড়ানো ও আতশবাজি পোড়াতে নিষেধ করেছি। ওই দিন নরমাল বারগুলো বন্ধ রাখা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক ২৬ লাখ ভারতীয় নাগরিক চাকরি করেনু এমন দাবি করে তাদের চাকরিচ্যুত করার দাবি জানায় আওয়ামী লীগ। এতে বলা হয়, 'মাননীয় উপদেষ্টা ২৬ লাখ ভারতীয় নাগরিক যারা বাংলাদেশে চাকরি করে, তাদের তালিকা করে, চাকরি থেকে বিদায় করে, দেশের তরুণ বেকারদের সুযোগ তৈরি করতে হবে!' ওই পোস্টে কমেন্টস বক্সে বলা হয়, 'এ তথ্য উপদেষ্টাই দিয়েছিলেন। সুতরাং এ কাজ তারই সম্পাদন করতে হবে।'

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আসাদের দেশ ছেড়ে রাশিয়ায় আশ্রয়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন। এর আগে তিনি বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একমত হন। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, বাশার রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর আগে, বিদ্রোহীরা বাশার আল-আসাদের দেশত্যাগের বিষয়টি দাবি করলেও এর পক্ষে কোনো শক্ত প্রমাণ হাজির করেনি। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আল-আসাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেশ ছেড়েছেন এবং দেশ ত্যাগের আগে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। তবে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেনি আসাদ বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন এবং জানিয়েছে যে তাঁর প্রস্থানের আলোচনায় রাশিয়া কোনো অংশ নেয়নি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সিরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটিগুলো উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে, তবে এই মুহূর্তে সেখানে কোনো গুরুতর হুমকি নেই। মস্কো জানিয়েছে, তারা সিরিয়ার সব বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সবাইকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে, বাশার আল-আসাদের পতনের সশস্ত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া হায়াত তাহরির আল-শাম এইচটিএস সিরিয়াকে 'মুক্ত' ঘোষণা করেছে। তারা জানিয়েছে, স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ দেশ ত্যাগ করেছেন। এটি একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি এবং একটি নতুন যুগের সূচনা, টেলিগ্রাম চ্যানেলে এমন বার্তা দিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী এইচটিএস। বিদ্রোহীরা বলেছে, আসাদের শাসনের অর্ধ-শতাব্দী ধরে যারা বাস্তুচ্যুত বা বন্দী হয়েছিলেন, তাঁরা এখন ঘরে ফিরতে পারবেন। এইচটিএস বলেছে, এটি হবে একটি 'নতুন সিরিয়া' যেখানে 'সবাই শান্তিতে বসবাস করবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।' সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ গাজী আল-জালালি সম্প্রচার মাধ্যম আল-আরাবিয়া চ্যানেলকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া উচিত। সাক্ষাৎকারে সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, তিনি বিদ্রোহী কমান্ডার আবু মোহাম্মদ আল-জাওলানির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেন। তাঁদের আলোচনায় ক্ষমতা হস্তান্তর ও অন্তবর্তী সময় নিয়ে কথা হয়েছে।

রাশিয়ার সমর্থন হারিয়ে সিরিয়া থেকে পালিয়েছে বাশার আল-আসাদ : মন্তব্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পালানোর পর পর যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ রাশিয়ার সমর্থন হারিয়ে 'তার দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন'।

বিদ্রোহীদের হাতে সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতন হয়েছে, যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে গোটা বিশ্বে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার নিজের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেন, আসাদ চলে গেছেন। তার রক্ষক, রাশিয়া, ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে তাকে আর রক্ষা করতে আগ্রহী ছিল না। ট্রাম্প বলেন, 'আসাদ চলে গেছে, তার রক্ষক ভ্লালাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে থাকা রাশিয়া, তাকে আর রক্ষা করতে আগ্রহী ছিল না'।

সিরিয়া পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র

এদিকে সিরিয়ায় দুই যুগের বেশি সময় ধরে চলা প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের ইস্পাত-কঠিন শাসনের অবসান ঘটেছে। ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে চেপে রোববার দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন তিনি। যার ফলে সিরিয়ায় দেখা দিয়েছে এক বিরল পরিস্থিতি। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিরিয়ার 'নজিরবিহীন' পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশ ছেড়ে বাশার পালিয়ে যাওয়ার পর বিদ্রোহীরা জানায়, তারা রাজধানী দামেস্কের দখল নিয়েছে। পতন হয়েছে সাবেক স্বৈরশাসকের। এসব ঘটনার পরই এই বার্তা দেয় হোয়াইট হাউস।



ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction. (Operate by JH office)

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা

তারেক রহমানসহ অভিযুক্তরা খালাস; নিউইয়র্কে আনন্দ সমাবেশ





নিউইয়র্ক: বহুল আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সকল অভিযুক্ত খালাস পাওয়ায় নিউইয়র্কে বিএনপি, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কর্মীরা দোয়া ও মিষ্টিমুখ করে আনন্দ সমাবেশ করেছেন।

১ ডিসেম্বর রোববার রাতে জ্যাকসন হাইটসে একটি পার্টি হলে এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ এবং সঞ্চালনা করেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন। দোয়া পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা হাফেজ শাহবাজ আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাকসুদ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক খোরশেদ আলম, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর)-এর সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর)-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আরিফুর রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রইস উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন, এবাদ চৌধুরী, তরিকুল ইসলাম দিপু, জাহাঙ্গীর হাসাইন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আমানত হোসেন আমান, বিলাল আহমেদ চৌধুরী, শরীফুল খালিশদার, সোয়েব আহমেদ, আসাদ মুরাদ তালুকদার, রিপন মিয়া, রিয়াজ মাহমুদ, ইঞ্জিনিয়ার এম এ খালেক, এডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক সেতু, আব্দুস সামাদ টিটু, সিদ্দিক পাটোয়ারী, শাহাদত হোসেন রাজু, মনিরুল ইসলাম মনির, সেলিম আহমেদ, আব্দুর রব কাওসার, মাহবুবুল হক চৌধুরী, আলী মিলন, লাল মিয়া, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, শাহবাজ আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ, খালেদ আফসার (সোহাগ), আক্তার হোসেন বিপ্লব, রাহাত আহমেদ, বেলাল হোসেন, সুমন আহমেদ, শাহ স্বপন, আফসার আহমেদ, মো. শুভ্র প্রমুখ।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য ট্যাক্স মওকুফ করতে চান মেয়র এডামস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেটের লক্ষ লক্ষ স্বল্প আয়ের মানুষ পারসোনাল সিটি ট্যাক্স দেয়া থেকে রেয়াত পাবেন। নতুন এই বিলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস একটি কর্মসূচীর সূচনা করলেন। এই কর্মসূচীর নাম অীব ঃযব এঃধী অর্থাৎ 'ট্যাক্স কাটো'। মেয়র এই কর্মসূচী ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, এর ফলে ৫৮২,০০০ মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। যেসব পরিবারে শিশু আছে, বছরে আয় করে ফেডারেল দারিদ্র লেভেলের ১৫০% এর কম, তারা নিউইয়র্ক সিটিতে যে পারসোনাল ইনকাম ট্যাক্স পে করতে হয়, তা দেয়া থেকেও রিলিফ পাবে।

কুইন্স থেকে নির্বাচিত নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লিরয় কমরি এবং ব্রুকলীন থেকে নির্বাচিত এসেম্বলিসদস্য রডনিস বিচোটি-হার্মেলিন এই বিলটি প্রস্তুত করেছেন। তারা দুজনই মেয়র এরিক এডামসের বন্ধু। আশা করা হয় আসছে জানুয়ারি থেকে যে অধিবেশন শুরু হবে অলবেনিতে সেখানেই বিলটি তোলা হবে। আশা করা হয়েছে বিপুল ভোটে এসেম্বলি ও সিনেটে বিলটি পাশ হবে এবং গভর্নর ক্যাথি হকুল স্বাক্ষর করবেন।

যেসব এক শিশু সন্তানের পরিবার বছরে আয় করে সর্বোচ্চ ৩১,৫০৩ ডলার, কিংবা সিঙ্গেল প্যারেন্টের পরিবার ২ সন্তানসহ আয় করে বছরে সর্বোচ্চ ৩৬,৮২৪ ডলার, অথবা দুই প্যারেন্ট ও এক শিশু সন্তানের পরিবার ৩৬,৭৮৯ ডলার, অথবা দুই প্যারেন্ট ও ২ শিশু সন্তানের পরিবার আয় করে বছরে সর্বোচ্চ ৪৬,৩৫০ ডলার তারা এই ট্যাক্স রেয়াতের সুযোগ পাবে।





এটিভি'র অনলাইন- অ্যাপসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন







(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আশা গ্রুপ এবং আশা মাল্টিমিডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান এবং চেয়ারপারসন এশা রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন এটিভি ইউএসএ'র স্টেশন চিফ শামীম আল আমিন।

শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা। এসময় শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক 'বাঙালী' সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, খলিল গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. খলিলুর রহমান, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফাহাদ সোলায়মান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক সাদাকালোর নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম, নির্মাতা দেবাশীষ বিশ্বাস, চিত্রনায়ক নিরব ও সাইমন সাদিক, রনি ভৌমিক, অভিনেত্রী নোভা, উপস্থাপিকা সাদিয়া খন্দকার, ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার লিটু আনাম, ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল হোসেন, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, রিয়েলটর মোহাম্মদ কবির, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফরমান হোসাইনসহ অন্যরা। আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। পরে অনুষ্ঠানে কাউন্টডাউনের মাধ্যমে অনলাইন পোর্টাল এবং অ্যাপস-এর উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা। এসময় কেক কেটে এই শুভক্ষণ উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আকাশ রহমান ও এশা রহমান উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা ও সুস্থ বিনোদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সবাইকে পাশে থাকার অনুরোধ করেছেন। স্টেশন চিফ শামীম আল আমিন এসময় এটিভি ইউএসএ'র লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সেই সম্পর্কে বড় পর্দায় দেখানো হয় এ সংক্রান্ত নানান পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ত্রিনিয়া হাসান, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী সঙ্গীত পরিচালক তানভীর তারেক এবং ফিডব্যাক ব্যান্ড দলের ভোকাল আরিফ সুজন। আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী গোপন সাহা ও শুক্লা রায়।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য অভিষেক









(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অপরিসীম। তিনি নতুন কমিটির সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আরো বলেন, আশা করছি ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিপূরক কর্মকাণ্ডে সামনের দুটি বছর বহুজাতিক এ সমাজে আবারো ঝলসে উঠবে উপ-মহাদেশের অন্যতম মহানগর ঢাকা।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নিউঅর্লিন্স ইউনিভার্সিটির অ্যামিরিটাস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সরোয়ার বলেন, ভারতীয় উপ-মহাদেশের সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করতে এই ঢাকার অবিস্মরণীয় ভূমিকা আজো ইতিহাসে ধ্বনিত হচ্ছে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র, সত্যেন বোসসহ আরো অনেকের অবদান সে সময়ে বাঙালি সংস্কৃতিতে বিপ্লব এনেছিল। সেসব স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করেই সম্মুখে দিপ্ত প্রত্যয়ে এই এগিয়ে চলতে হবে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনকে। আমি নতুন কমিটির সর্বাত্মক সাফল্য কামরা করছি।

কমিউনিটির সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমানউল্লাহ আমান। এ সময় অতিথিসহ শপথ অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত সাব-কমিটির আহ্বায়ক খায়রোল আলম, সদস্য-সচিব আব্দুল আজিজসহ বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো মঞ্চে ছিলেন আবাসন ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, বাংলাদেশ সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি মো. রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বৃহত্তর কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি ডা. ইনামুল হক প্রমুখ।

অভিষিক্ত কমিটির সভাপতি দুলাল বেহেদু সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সর্বস্তরের প্রবাসীর উপস্থিতি আমাদের ভবিষ্যত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে। সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সার্বিক উন্নয়নের পরামর্শ দেবেন এ আশা করছি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নিম্মি নাহার।

অভিষিক্তরা হলেন- সভাপতি দুলাল বেহেদু, সিনিয়র সহ-সভাপতি খায়রুল আলম, সহ-সভাপতি আকতার সিদ্দিকী শামীম, আমির আবতাব, শাহিনুর রহমান বিপ্লব, কবির আহমেদ খান এবং এম এ ইউসুফ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ, সহ-সাধারণ সম্পাদক তানভিন আহমেদ এবং দেওয়ান কাওসার, সাংগঠনিক সম্পাদক বি এইচ সাইফুর, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল আলম এবং মোহাম্মদ আলী সবুজ, কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম সুমন, প্রচার সম্পাদক-রফিকুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আজাদ রহমান, দপ্তর সম্পাদক ফরিদ খান, মহিলা সম্পাদক শারমিনা লিপা, ক্রীড়া সম্পাদক মফিউদ্দিন সফা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তাক রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক মোস্তাক হোসেন বিপ্লব, সাহিত্য সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ইকবাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক লাভলু মিয়া, কার্যকরী সদস্য দেলোয়ার হোসেন, আমিনুল ইসলাম কচি, মোস্তফা কামাল মুকুল, নূর আমিন, আওলাদ হোসেন, মেজবাহ উদ্দিন, এহতেশাম হায়দার সাগর, সেলিম ভূঁইয়া, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, ফারুক দেওয়ান ও তোফাজ্জল হোসেন। শেষপর্বে ছিল জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে ডিনার পরিবেশন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সংখ্যালঘু ইস্যু অন্যায্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে

শফিকুল আলম

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং প্রভাবশালী দেশের শীর্ষ সংসদীয় শুনানিতে অন্যায্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি সেক্যুলার সংবাদপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশের কথিত ধর্মীয় সহিংসতার মামলাগুলো তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে শফিকুল আলম জানান, 'নেত্র নিউজ যখন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে হামলার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিল, আমি আশা করেছিলাম যে ঐক্য পরিষদ এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেবে।' তিনি আরও বলেন, 'নেত্র নিউজ এমন একটি শীর্ষস্থানীয় তদন্তমূলক ওয়েবসাইট, যা বাংলাদেশের বড় বড় দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন করে সুনাম অর্জন করেছে।'

ওই পোস্টে প্রেস সচিব আরও লিখেছেন, 'নেত্র নিউজের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু পরিষদ যে ৯ জন হিন্দুর মৃত্যুর কথা বলেছিল, তাদের প্রায় সব কটির সঙ্গে রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা অন্যান্য কারণ যুক্ত ছিল, যা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নয়।' তিনি বলেন, 'আমাদের আশা ছিল যে ঐক্য পরিষদ নেত্র নিউজের প্রতিবেদনটির জবাব দেবে; কারণ, এটি পরিষদের তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।'

প্রেস সচিব আরও বলেন, ঐক্য পরিষদ এ বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়ে আরেকটি বিতর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। শফিকুল আলম বলেন, 'তারা বলেছিল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (যা ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে) অন্তত ৪৫ জন সংখ্যালঘু (অধিকাংশ হিন্দু) নিহত হয়েছে। আবার প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর প্রথম এবং শেষ পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐক্য পরিষদের এমন দাবির সত্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও কোনো গণমাধ্যমই তা চ্যালেঞ্জ করেনি।'



প্রেস সচিব আরও বলেন, দেশের বৃহত্তম মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)এর মতে, ২০২৩ সালে সংখ্যালঘুবিরোধী সহিংসতায় কেউ নিহত হয়নি এবং এ বছর (জানুয়ারি থেকে অক্টোবর) মাত্র দুজন নিহত হয়েছে। আসক একটি সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) গ্রুপ, বছরের পর বছর ধরে যেটির নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন অপরাধ স্বীকারকারী। এর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন মানবাধিকারবাদী আইনজীবী জেড আই খান পান্না। যিনি স্থানীয় মিডিয়াকে বলেছেন যে তিনি বিচারে গণহত্যাকারী শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে আগ্রহী হবেন।

শফিকুল আলম বলেন, ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদনগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। সম্প্রতি একজন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নিয়ে কথা বলার সময় ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের ওপর বিপ্লব-পরবর্তী হামলার প্রতিবেদনটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ১১ মিলিয়নেরও বেশি বার দেখা হয়েছে।

শফিকুল আলম আরও বলেন, 'আমাদের জানা মতে, শক্তিশালী এবং সম্পদশালী হিন্দু আমেরিকান গোষ্ঠী, ভারতীয় জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্র এবং শীর্ষ ভারতীয় বিশ্লেষকেরা এই প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা তুলে ধরেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংখ্যালঘুবিরোধী সহিংসতা নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদনগুলোই সবচেয়ে বড় উৎস।'

শফিকুল আলম আরও বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে আমরা এখনো আদর্শ দেশ হতে পারিনি। ধর্মীয়ভাবে আপত্তিকর ফেসবুক পোস্টের কারণে সহিংসতার ঘটনাও ঘটে। কিছু প্রান্তিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তি প্রায়শই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায়।' তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় ধর্মীয়ভাবে সংঘটিত ঘটনার সময় মানুষকে শান্ত থাকতে অন্তর্বর্তী সরকার, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সুশীল সমাজের নেতাদের দ্বারা বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এ সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ঘটনাগুলোয় অসাধারণ রাজনৈতিক পরিপক্বতা দেখিয়েছে। তিনি বলেন, ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদনগুলো পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনাগুলো বাড়িয়ে দেখিয়েছে।

প্রেস সচিব বলেন, 'আমরা আশা করি, শীর্ষস্থানীয় সেক্যুলার ও উদারপন্থী সংবাদপত্রগুলো সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কথিত সহিংসতার ঘটনাগুলো নিয়ে তাদের নিজস্ব তদন্ত করবে। আমরা আশা করি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোও, যেমন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, একই ধরনের তদন্ত করবে।' তিনি উল্লেখ করেন, '২০১৩ সালে হেফাজত কর্মীদের গণহত্যা নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ চমৎকার একটি তদন্ত করেছিল। আশা করি, তারা এখানে একই ধরনের তদন্ত করবে।' সরকার যদি এই গুজব খণ্ডনের কাজ করে, তবে তার প্রতিবেদনের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শফিকুল আলম বলেন 'স্বাধীন সংবাদপত্র ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই ঘটনাগুলো তদন্ত করুক। এটি একটি গুরুতর ইস্যু; কারণ, বাংলাদেশের বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং প্রভাবশালী দেশগুলোর শীর্ষ সংসদীয় শুনানিতে অন্যায্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'কেউ কেউ তো বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠানোর অথবা দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানায় এসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে।' এ কারণেই সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথিত ঘটনাগুলোর ন্যায্য তদন্ত চায় বলেন তিনি।



সাহিত্য সাময়িকী

চলো আজ
আসলাম সানী

জাগতিক এইসব কিছু থাক
চলো আজ আমরা হয়ে যাই
কিছুটা অবাক-নির্বাক।

চলো মাটির মতো হই
কিছুটা নরম কোমল-খাঁটি
নানা ফসলে-ফুলে-ফলে ঋদ্ধ পরিপাটি।

চলো কিছুটা সময় আকাশে মেঘের সঙ্গে
স্বজন হারানো শ্মশানে এই বঙ্গে
সূর্যের উষ্ণতা চাঁদের পেলবতা মাখি এই অঙ্গে।

এই পাহাড়ের উচ্চতায়
বাতাসের সুরে-স্বরে
প্রমত্তা পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তরঙ্গে
গ্রাম-গঞ্জ-শহরে নগরে,

সমুদ্রের উত্তাল ঢেউে ঢেউয়ে দূরে
ধানশালিক আর গাঙচিল হয়ে উড়ে উড়ে

চলো আজ বৃষ্টির মতো
সৃষ্টির অন্তঃপুরে
চলো হাত ধরে এই পৃথিবীর দ্বন্দ্ব ভুলে
শুধু স্বপ্ন থাক
শান্তি-শুভ সত্য মুক্তি পাক।

জোড়াতালি
সাজ্জাদুর রহমান

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি
অস্পষ্ট মানুষের মুখ
মায়ের মুখে, প্রেমিকার চোখে
লেগে আছে ঘোর বিপত্তির অন্ধকার।

কথা দিয়ে কথা না রাখার ভিড়ে
লোকালয়ের স্মৃতিকথা জংলার স্বাস্থ্যসদন
সবুজ পৃথিবীপৃষ্ঠে এ কোন অসুখ দৌরাত্ম্য
যার ভয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লাপাত্তা?

কিছুটা বোঝা যায়, রাত গভীর
সাপে কাটা চাঁদ ওঝার ভেল্কিতে ধৃত
নক্ষত্রের ভাঁজে ভাঁজে গুটিয়ে আছে
বিভৎস মৃত্যুর গোঙানি
প্রেমিকার দুই হাতে ছটফট করে চাঁদ সওদাগর
কি অসুখ জানে সব লোক
জানে না প্রতিকার কোন বনৌষধে কিংবা নিরাময়!

আমার আয়নায় শহর কিংবা গ্রামের পৃষ্ঠায়
রক্তের দাগ আর প্রাণ ভাঙার শব্দ আর
নদীর বুক চিরে ভেসে যায় কালো অক্ষরের গোঙানি।

জ্যোৎস্না কাটা সরোবরে প্রেমিকযুগল
নষ্ট ক্ষতের প্রজন্ম সেলাই করে
পাপ-পঙ্কিলে বসে সফেদ মানুষগুলো
জোড়াতালি দেয় ছেঁড়া পারদ।

তুমি কবিতা পড়লে
সিকানদার কবীর

তুমি কবিতা পড়লে কবি প্রেমিক হয়ে যায়,
তোমাকে বাঁধে বাহুডোরে
তুমি কবিতা পড়লে কবি বিপ্লবী হয়, কবিতায়
আগুন বৃষ্টি ঝরে

তুমি পড়লে কবিতার কালো অক্ষরগুলো আকাশের
তারা হয়ে জ্বলে
তুমি পড়লে শব্দগুলো হাঁস হয়ে সাঁতার কাটে
পদ্মদিঘির জলে

তুমি পড়লে উপমা চিত্রকল্প, দাড়ি কমা কোলন
প্রজাপতি হয়ে ওড়ে
তুমি পড়লে দু'ঠোঁটের চুমোতে সিক্ত হয় 'শব্দ'
পরম আদরে

তুমি একটা পড়লে শতটা আমার মনে ফুল
হয়ে ফোটে
তুমি পড়লে তবেই আমার কবিতা, কবিতা
হয়ে ওঠে।

দাবি
আবু আফজাল সালেহ

তোমার কাছেও শুনেছি গল্পগুলো
ঠিক আমার মতোই
আমার মুখের দেওয়াল
পেরিয়ে স্বপ্নগুলো ছুটতে চায় বহুদূরে
যেতে চায় রামধনুর কাছাকাছি
অজানা আঙুলগুলো চেপে ধরে দাঁত
ঢুকে যায় স্বপ্নগুলো
তারপর শুনলাম পতনের আওয়াজ

একটি নতুন যুগ দাবি করে নতুন শপথ
বিপ্লবগুলো বড়
আমাদের পাগুলো ছোটো ছোটো

একটু একটু সরব হওয়ার গল্প
মাজহারুল ইসলাম

দিন দিন নিজের সাথে দূরত্ব কেমন বেড়েই যাচ্ছে
জমে থাকা আবেগগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হচ্ছে
একটু একটু করে।
চরম একা হয়ে যাচ্ছি-
অ্যাকুরিয়ামে পোষা মাছের মতো
মোড়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষের মতো
চর জাগা নির্জন ভৈরবের মতো
গোধূলির শেষ ঝলক আলোর মতো।

মাঝেমাঝে কী যে বিশ্রী অবসাদ নেমে আসে
অভ্যাসের মাকড়সাগুলো বড্ড পীড়া দেয়!
সারারাত জেগে থাকি
রাতের আকাশে শেষমেশ জেগে থাকা একমাত্র নক্ষত্র
স্রোতের টানে ভেসে চলে যায়।
নির্জন নিস্তব্ধ অটল পাহাড়ের মতো একা দাঁড়িয়ে-
ঠোঁটে জমে থাকা কথার ফুলঝুরি, নিজের ছায়া
আর আমি- পরোক্ষণে একটু একটু সরব হ'য়ে উঠি।

হৃদয়খন্ডের অগ্নিশিখা
ফজিলা ফয়েজ

গোলাপের পাপড়ির মত দু গাল বেয়ে একেবেকে নামছে স্রোতস্বিনী।
দজলার ঢেউয়ের মত রহস্যময়।
কবিদের উপমা কালো হরিণী চোখ কাস্পিয়ান সাগরের মতন অতলান্ত।
আমার অর্থহীন চাহনী আর ঠোঁটে চেপে ধরা চিৎকার শিথিল হয়ে যায়।
এক ঝলক হতাশা সমস্ত সত্তা নড়বড়ে করে দেয়।
মাংস পেশী জড়িত অন্তরস্থ হৃদয়ক্ষণে আছে অগ্নি
ঘোর অন্ধকারে অসংখ্য অগ্নিশিখা সহস্র প্রকারে ধুম উদিগরণ করে।

সংস্কারহয়নি রঙিন মন
রুদ্র সাহাদাৎ

সংস্কার হয়নি রঙিন মন
সংস্কার হয়নি জীবনমান
কুসংস্কারের ভিতর হেঁটে যায় সংস্কার
কু ঝিক ঝিক কু ঝিক ঝিক
চলে যায় ট্রেন-রাত বিরাত
মানুষ লোভ অহংকারে ডুবে থাকে
অনন্তকাল মৃত্যু ভুলে
মানুষ স্বার্থের জন্য সম্পর্ক ভুলে যায়
অন্ধচোখে দৌড়ায়
নিজেকে হারায় ভালোবাসা হারায়....

অদ্ভুত এবং বিদঘুটে সময়
আইনাল হক

সময়টা বড়ই অদ্ভুত এবং বিদঘুটে
অসীম শূন্যতার পেন্ডুলামে দোদুল্যমান মানবিক সম্প্রীতি
শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসাও প্রায় দেউলিয়ার পথে।
নৈঃশব্দের গাঙ্গে হঠাৎ জেগে ওঠে অভিমানী চর
গতিহীন হয় অদম্য অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান গতিপ্রকৃতি
বিশৃঙ্খলা সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সীমানা ব্যাপি
সভ্যতার ক্রমবিকাশে আমাদের অবদান কতটুকু?
মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব পিছিয়ে দেওয়ার মিছিলে শরিক হয়
ঐতিহ্যবাহী অতীত ক্রমশ হারিয়ে যায় কালের খেয়ায়।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্রাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পৃথঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।

- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- গ্রীনকার্ড পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে সেটলিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন বড় ব্যবসায় সর্বনিম্ন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং গ্রাজুয়েটের গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের ১ মিলিয়ন বা দুইমিলিয়ন ও সাথে জবস বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন রোগাক্রান্ত মহিলা/পরিবারের হতে আপনি ও আপনার পরিবার যে কোনভাবে সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- বিনিবাস ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ঃ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea NYSSCPA



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com
(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ঃঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।
ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।
যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০
ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:
3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email:
kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:
(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:

GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes ‹ mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

ইসলামিক বিবেক-এর তাড়না

জাফর আহমাদ

'বিবেক' মানুষের এক মূল্যবান সম্পদ। মানুষ নামক যে যন্ত্রটি পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, সেই যন্ত্রটির মৌলিক মানবীয় প্রাণশক্তিই হলো 'বিবেক'। এটি ছাড়া মানুষ কখনো মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে না। আলবত সে পশুর কাতারে নেমে আসে। সব মানুষই বিবেকসম্পন্ন। কিন্তু এটিকে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের মতো যত্ন করতে হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কেউ কেউ তার নিয়মিত পরিচর্চা করেন আবার অনেকেই তার অবহেলা ভরে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়। বিবেকের পরিচর্চা ও শাণ দেয়ার মাধ্যমেই মানুষ ভালো মানুষে পরিণত হয়। সুস্থ ও সবল বিবেকের তাড়নায় এ সমস্ত মানুষেরা সমগ্র আবেগ-উচ্ছাস, হৃদয়বৃত্তি এবং সকল প্রকার লোভ-লালসা নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধ করে দেয়। মানুষের নফস বলে একটি কথা আছে, যে সকল সময় মানুষকে কামনা-বাসনায় আবদ্ধ করতে চায়। ক্রমাগত মানুষকে মায়াবী পৃথিবীর রঙিন জালে আবদ্ধ রাখতে চায়। এই নফসের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেককের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন হয়। তাই নফস থেকে বিবেক অবশ্যই অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। এ জন্য বিবেকের নিয়মিত পরিচর্চার প্রয়োজন হয়। বিবেক যত শক্তিশালী হবে নৈতিক মান তত উন্নত হবে। নৈতিক মান যত উন্নত হবে নফস তত দূর্বল হতে থাকবে। এবং এক সময় নফস বিবেকের গোলামী করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যদি এই বিবেককে ক্রমাগত অবহেলা করা হয় তবে এটি অসুস্থ ও দূর্বল হয়ে যায় এবং এক সময় তার অপমৃত্যু ঘটে এবং তখন মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। সমাজ ও সভ্যতায় নেমে আসে অরাজকতা ও বিপর্যয় এবং সমাজ পরিণত হয় অন্যায় ও অবিচারের অভায়রণ্য। যেখানেই এভাবে মরহুম বিবেকের সংখ্যা বাড়তে থাকে সেখানটায় পশুর খোয়ারে পরিণত হয়।

সব মানুষ জানে বিবেকের গুরুত্ব কতটুকু। কিন্তু তার পরিচর্চা করতে জানে না অথবা জানার সেই পরিবেশও পায় না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কেউ ছোট্র একটি অপরাধ করলে, মানুষ তাকে বলে থাকে 'লোকটির বিবেক নাই' অথবা 'এটি বিবেকহীনের কাজ'। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাৎ করা হয় 'বিবেক'-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষের বিবেক আছে, পশুর নেই। কিন্তু এখানে এ-ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ যখন বিবেকহীন হয়ে পড়ে তখন তার মান পশুর চেয়েও অধিকতর নিচে নেমে আসে। কারণ পশুরা শুধুমাত্র নিজের জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য অন্য পশুকে শিকার করে। হিংসা-বিদ্বেষ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা হিংসাত্মক মনোভাব চরিতার্থ করার জন্য কোন পশু অন্য পশুর ওপর হামলে পড়ে না বা আক্রমন চালায় না। কিন্তু বিবেকহীন মানুষ হেন হীনতর কাজ নাই যা সে করতে পারে না। যে কোন জায়গায় সামাজিক বিপর্যয় ঘটানোর জন্য গুটিকয় বিবেকহীন ব্যক্তিই যতেষ্ট।

আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করা হলে, সহজেই পরিমাপ করা যায় যে, সেই বিবেকের মৃত্যুহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু কেন? কেন আজ বিবেকের মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে? কেন সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যাচ্ছে এবং কেন আজ সামাজিক বন্ধন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে? সমাজের সর্বস্তর থেকে আজ ধৈর্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুনতা, সহাবস্থান, পরশ্রীমূখরতা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে মানছে না। ছোট বড়কে সম্মান করছে না, বড় ছোটকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারছে না। জাতির মেরুদন্ড সোজাকারী শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছেন স্বীয় গুণধর ছাত্রের দ্বারা। ছাত্র তার ছাত্র বন্ধু দ্বারা নিহত হচ্ছে। তথাকথিত মেধাবীরা চরম বেহায়াপনার কাজে জড়িয়ে পড়েছে। সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে যত্রতত্রভাবে। স্বাধীন দেশের অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে মুক্ত বাতাসে নি:সঙ্কায় চলাফেরা করতে পারছে না। কিসের ভয় যেন সদায় তাদের তাড়া করে ফিরে। হত্যা, মাস্তানী ও চাঁদাবাজির কারণে সমাজের হা-হুতাশ শুরু হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ বিশাল ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে শুধু অবক্ষয় আর অবক্ষয়। ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন, পারিবারিক ও সামাজিক সুশৃংখল অবকাঠামোর ভাঙ্গন,সামাজিক ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা দেশ আজ অগ্নীগর্ভে রূপ নিয়েছে। ভোগের রাজ্যে চলছে অত্যধিক মাতলামী। মোটকথা মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন আজ মরনব্যাধী রোগে আক্রান্ত। তাহলে কি বিবেকের মৃত্যুহার বেড়ে গিয়ে বিবেকশূণ্য পৃথিবী বিবেকহীনদের ভার সইতে পারছে না? হ্যাঁ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবেকের নিয়মিত পরিচর্চা না করার কারণেই বিবেকের মৃত্যুহার বেড়ে গেছে। ফলে বিবেকের অনুপস্থিতির কারণে উপরোক্ত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

আমার ধারণা, আমাদের নেতৃত্বের কারণে বিবেকের এ মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে। নেতৃত্বই এ জন্য দায়ী। কারণ নেতৃত্বের মনোভাব ও আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ নাগরিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। নেতৃত্ব যদি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়, দেশের জনগণ সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক হবে। একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য যতগুলো বিষয়কে গণ্য করা হয়, তন্মধ্যে 'ইতিবাচক মনোভাব' সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবী রাখে। নেতিবাচক মনোভাব ও আচার-আচরণ দিয়ে উন্নতির চিন্তা করা যায় না এবং এ ধরণের মনোভাব দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠন করাও সম্ভব নয়। বরং নেতিবাচক আচার-আচরণ রাষ্ট্রের বা সমাজের সর্বস্তরে অসহিষ্ণুতা, অসৌজন্যতা ও উগ্রতাকে এমনভাবে উসকে দেয় যে,মানব সভ্যতা ও মানুষের জীবন মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এখানে আরো অনেকগুলো কারণ পেশ করা যাবে, কিন্তু এ সমস্ত কারণের পিছনে নেতৃত্বের প্রভাব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কাজ করে। যার বিবেক লোপ পায়, তিনিই সর্বদা নেতিবাচক পথে হাটেন।

বিবেক রক্ষা করার জন্য প্রথমত নৈতিক শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য নেতৃত্বের অসুস্থ্য বিবেককে সর্বপ্রথম সুস্থ্য করে তুলতে হবে। বিবেকের যেই করুণ ও মমুর্ষ অবস্থা বিরাজ করছে, তাতে সম্মিলিতভাবে নেতৃত্ব ও দেশের জনগণ উভয়ের বিবেকের পরিচর্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তবে এখানে বিশেষভাবে বলতে চাই যে, নেতৃত্বের বিবেক যদি আগে সুস্থ্য হয়ে উঠে তবে সাধারনের বিবেক অধিকাংশ এমনি এমনি সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই আমাদের নেতৃত্বকে অনুরোধ করবো যে, মানবীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে আপনাদের অসুস্থ্য বিবেককে সুস্থ্য করে তুলুন অথবা ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করুন। নেতৃত্বের বিবেক যদি সুস্থ্য হয়ে উঠে, তবে তাদের এই আন্তরিকতার বদৌলতে সারা দেশের বিবেক কোনরূপ কষ্ট ছাড়াই অনেকটা জেগে উঠবে। অবশিষ্টের জন্য বা আরো উন্নত করার জন্য বিবেক পরিচর্চার যেই প্রতিষ্ঠানাগুলো রয়েছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে স্বাভাবিক করতে হবে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নৈরাজ্যকর অবস্থা দুর করে শক্তিশালী বিবেকবানদের দায়িত্ব দিতে হবে। এমন সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে যার মাধ্যমে বিবেক সুস্থ্য ও সবল হয়ে জেগে উঠবে।

দায়িত্বশীলতার পবিত্র আমানত রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষ যদি তার নিজস্ব ইনষ্টিটিউট তথা পরিবার ও সমাজ থেকে দায়িত্বানুভূতির শিক্ষা পায়, তবে সমাজ সুন্দর হয়ে যাবে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সমাজ ও সভ্যতাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলবে। কল্যাণের বারিধারা সমাজকে সিক্ত করে তুলবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিটি মানুষ নিজেদের কর্তব্যবোধ গণ্য করবে। মানুষ স্বাচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে। সমাজের দুস্কৃতি ও দুস্কৃতিকারীরা একঘরে হয়ে পড়বে এবং এরাও একদিন বিবেকবান মানুষে পনিণত হবে। মানুষ আরো সুখী-সুন্দর ও বিবেকবানদের সমাজে অনাবিল শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে। বিবেক তাড়নায় মানুষ সুস্থ হয়ে উঠবে। বিবেকে জেগে উঠবে। হারানো সেই সমাজে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

জ্যাকসন হাইটসে প্রকাশ্যে স্বর্ণের দোকানে লুট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আবিদ জুয়েলার্স এর মালিক একজন পাকিস্তানী আমেরিকান নাগরিক। এ স্ট্রিটটি স্বর্ণপট্টি হিসেবেও পরিচিত। এখানে বাংলাদেশী, ভারতীয়, নেপালী ও পাকিস্তানী মালিকানাধীন নামিদামী একাধিক স্বর্ণের দোকান রয়েছে।

এ ঘটনার কয়েক সেকেন্ডের একটি সিসি টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, কালো পোষাক ও মুখোশ পরিহিত তিনজন লোক অতর্কিতভাবে তাদের কাছে থাকা হাতুড়ি ও লাঠি সাদৃশ্য বস্তু দিয়ে আবিদ জুয়েলার্স এর সম্মুখের ডিসপ্লে কাচ ভাঙে। পরক্ষণেই দোকানের ডিসপ্লেতে থাকা স্বর্ণালংকার লুট করে সটকে পড়ে সেখান থেকে।

প্রত্যক্ষদর্শী এক নারী জানান, হঠাৎ দেখলাম একদল লোক মুখোশ পরা অবস্থায় ওই দোকানের সামনের কাঁচ ভেঙে স্বর্ণালংকার লুট করে নিচ্ছে। মুহূর্তেই এমন ঘটনা ঘটেছে। আশেপাশের সবাই প্রকাশ্যে ডাকাতদের এমন কর্মকাণ্ডে ভয় পেয়ে যায়। জ্যাকসন হাইটসের জনবহুল এলাকায় এমন প্রকাশ্য ডাকাতিতে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে ব্যবসায়ীরা। এর দায় সিটি কর্তৃপক্ষের।

আবিদ জুয়েলার্স এর মালিক জানান, ঘটনার সময় তারা দোকানের ভিতরে ছিলেন। কয়েকজন সামনের শো-কেসের ডিসপ্লে কাঁচ অতর্কিতভাবে ভাঙছে। আমরা দোকান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তারা পলিয়ে যায়। তবে কি পরিমাণ স্বর্ণারংকার লুট হয়েছে সেটি নিশ্চিত করে বলেন নি তিনি।

জেবিবিএর সাবেক সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ জিকু জানান, ৭৪ স্ট্রিটে বেশ কয়েকটি স্বর্ণের দোকান রয়েছে। এজন্য জ্যাকসন হাইটসের এ স্ট্রিটটি গোল্ড স্ট্রিট হিসেবে নিউইয়র্কে বেশ পরিচিত। এখানে এসব দোকানে প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়ে থাকে। অথচ এখানে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই পর্যাপ্ত। এখানে আগেও স্বর্ণের দোকানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা কিংবা রুফটপ ভেঙে ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও এবারই প্রথম প্রকাশ্যে এরকম সংঘবদ্ধ চক্র দুর্ধর্ষ ডাকাতি করলো এবং পালিয়ে গেলো। পর্যাপ্ত পুলিশের নিরাপত্তা না থাকায় এরকম ঘটনায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

তিনি আরো বলেন, এখানকার ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উদ্যোগ নিয়ে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত পুলিশী প্রহরা এবং পাশাপাশি প্রাইভেট সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

উল্লেখ্য, বিগত ২০ ধরে চলমান এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এটিই প্রথম ডাকাতির ঘটনা। এ ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ও উপদেষ্টার জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

(৯ ডিসেম্বর) তার দেহে পেসমেকার স্থাপনের কথা। বদরুল খান ও ছদরুন নূরের সুস্থ্যতা কামনার সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছদরুন নূর গত ২৯ নভেম্বর জ্যামাইকায় তার নিজ বাসয় হার্টের ব্যাথা অনুভব করলে তাকে সাথে সাথে এলআইজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ আল আমীন রাসেল সহ অনেকেই তাকে দেখতে হাসপাতালে যান এবং তাঁর শারীরিক খোঁজখবর নেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ইস্যু; যা বললো

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মুখপাত্র মার্গারেট ম্যাকলিয়ড বলেন, আমরা বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা আশা করছি, অঞ্চলের প্রতিটি ব্যক্তি তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারসহ তার অংশীজনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরে ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশের এ নেতাকে বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কোনো আইনজীবী তার পাশে দাঁড়াননি। কেননা তার আইনজীবীকে মারধর করা হয়েছে এবং তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নেবে কি না।

জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, এ বিষয়ে আমার বিস্তারিত জানা নেই। তবে যারা আটক রয়েছেন তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের বজায় রেখে আচরণ করা প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে জোর দিয়ে আসছি এবং অব্যাহত জোর দিচ্ছি।

ব্রিটিশ এমপি ব্যারি গার্ডিনার ও প্রীতি প্যাটেল পার্লামেন্টে বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি সহিংসতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগতভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি সমাধানের কোনো পরিকল্পনা আছে কি না?

জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, আমাদের প্রতিটি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সবার সম্মান থাকা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। যে কোনো ধরনের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। এমনকি কোনো ধরনের ক্র্যাকডাউনের বিষয়েও সরকারের আইনের শাসনকে সম্মান জানানো উচিত। এর অংশ হিসেবে মৌলিক মানবাধিকারকে সম্মান করতে হবে। আমরা এ বিষয়ে জোর দিয়ে আসছি।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD





এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা:

গত কয়েক বছর ধরে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক (এফবি) এবং চাকুরী ভিত্তিক (ইবি) ক্যাটাগরিতে দুটি চার্ট প্রকাশ করে থাকে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (সাধারণত প্রথম চার্টকে চার এ বলা হয়)। এই চার্টটিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিন কার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখনো অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার সাক্ষাৎকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইনাল করার পক্ষে (এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট বি বলা হয়)। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ যখন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা কনসুলেটের ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সুতরাং ফাইলটি এ্যাকশন চার্টে দেয়ার অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তারিখ বা গ্রীন কার্ডের অনুমোদন দেয়ার চার্ট বি ভিসা আবেদনের ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আমরা সাধারণত কেবল চার্ট এ অর্থাৎ ফাইনাল এ্যাকশন ডেটস ফর ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার কেসগুলো প্রকাশ হয়ে থাকে। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে প্রতিমাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক অগ্রাধিকার উভয় চার্ট প্রকাশ করে থাকে। বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করা যায়।

আপনাদের কাছ থেকে প্রায়শই আমরা ভিসা বুলেটিন দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য অনুরোধ পেয়ে থাকি। সুতরাং আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করা হলো।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত এই বিভাগের লেখাগুলো পড়ুন এবং আপনাদের প্রশ্ন



উত্তর জেনে নিন।

নিউইয়র্ক থেকে কামরুল হাসানের প্রশ্ন:

আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ইউএসএ-তে আসি ভিজিট ভিসায়। এখানে আসার পরে প্রয়োজনে আমি কাজ শুরু করি। এরপরে আমার করা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলেও আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাইনি। আমার তিন সন্তান এদেশে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা এখন স্কুল কলেজে যাচ্ছে। আমার রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেস নিয়ে যিনি কাজ করছেন তিনি আমাকে বলেছেন যে আমার সন্তানের বয়স ২১ বছর হলে আমি ইউএস সিটিজেনের সন্তানের মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পেতে পারি। আমার কন্যা সন্তানের বয়স ২১ বছর। সে এখন কলেজে পড়াশোনা করছে।

আমি আমার এটর্নিকে কল করেছিলাম কিন্তু তার সাথে আমার যোগাযোগ হয় নাই। এ ব্যাপারে আমার কিছু জানার আছে। আমি এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের উত্তর পেলে উপকৃত হবো। আমার প্রথম জানার বিষয় হচ্ছে আমরা ভিজিট ভিসা নিয়ে এ দেশে প্রবেশ করলেও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর আবেদনে দেখাই যে ভিসা ছাড়া এদেশে ঢুকেছি। আমি কি আমার ভিসা এবং আই-৯৪ দেখাতে পারি? আমার আরেকটি জানার বিষয় হচ্ছে আমার কন্যা কলেজে যাচ্ছে এবং পার্ট টাইম কাজ করছে। সেকি আমাদের গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারে? আমার স্ত্রী আমার সাথে এসেছে কিন্তু তার কোন কার্ড নেই। তার জন্য কোন প্রক্রিয়া আছে কিনা?

কামরুল হাসানের প্রশ্নের উত্তর:

আপনার কেসটি বেশ জটিল এবং কেস সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও তার সম্পর্কে উত্তর দেয়া কঠিন। সে কারণে আপনার জন্য প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই একজন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ নিতে হবে।

ইউএস এতে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট:

বর্তমান স্ট্যাটাস যাইহোক আপনি যদি ভিসা নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে থাকেন এবং ইউএস সিটিজেনের অব্যবহিত পারিবারিক সদস্য হলে- এদেশের ভেতরেই স্ট্যাটাস এডজাস্ট হতে পারে। আবারো উল্লেখ করছি যে আপনাকে অবশ্যই প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন সহযোগিতা নেয়া দরকার।

এফিডেভিট অফ সাপোর্ট:

ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ডধারী যদি কাজ নাও করেন তবুও পরিবারের সদস্যদের জন্য আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে যুগ্ম স্পন্সরশীপ গ্রহণ করতে হবে। ফুল টাইম কাজ জরুরী নয়। একজন ফুল টাইম ছাত্র সিটিজেন অথবা গ্রীন কার্ড তার পরিবারের সদস্যদের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীকে অবশ্যই আই-৮৬৪ এফিডেভিট অব সাপোর্টের ফরম পূরণ করতে হবে। এবং তাতে ন্যূনতম বার্ষিক আয় দেখাতে হবে। যৌথ এফিডেভিট অফ সাপোর্ট লাগবে। ইউএস সিটিজেন হিসেবে আপনার মেয়ে আপনাদের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমাদের পুলিশ

আজিজুর রহমান

চেম পর্ব্ব

আমাদের পুলিশ বলে বা শিরোনামে আমার এ লেখাটি শুধুমাত্র চেনাজানা বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসারের জীবন ও কর্মের বিবরণটুকু সব নাগরিকদের সামনে তুলে ধরা। এমতাবস্থায় আশা রাখি এ থেকে আমরা নাগরিকগণ আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনীর অতীত ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছু ধারণা অর্জন করতে পারবো। এবং এসব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা নাগরিকগণ আমাদের আগামী দিনের জীবন যাত্রায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বা আইনের শাসনে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অল্প হলেও কাজে লাগাতে পারবো।

যেহেতু আমরা নাগরিকগণ রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্রের আইন কানুন বা নিয়ম সম্পর্কে দক্ষ বা জ্ঞাত নয়, তাই আমাদের সামনে পুলিশ বাহিনীর চরিত্র ও প্রদর্শিত কর্মই হচ্ছে বা হয় তাদের আদর্শ বা দায়িত্বের পরিচায়ক। আর এতে করে আমরা সাধারণ জ্ঞানে ধরে নিতে পারি তাদের পেশাজীবনে ব্যর্থতা ও বিচ্যুতি। এভাবেই আমাদের বা নগরিকের সুযোগ হয় অতীত এবং বর্তমান সময়ের আলোকে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর আদর্শচ্যুতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভের। আর এ থেকে উত্তরণ বা সংশোধনের লক্ষ্যেই এসব লেখায় আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনীর অতীত দিনের কয়েক জন পুলিশ অফিসারের জীবন ও কর্ম তুলে ধরা। তারাও কিন্তু দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের দেশে আমাদের সমাজে। তাদের দায়িত্ব পালনকালীন সময় থেকে অবসর জীবনও কেউ কেউ আমাদের সাথে কাটিয়েছেন। আর এতে পরিলক্ষিত হয়েছে তাদের ব্যাক্তি চরিত্র ও তাদের মধ্যে থাকা ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি। তাদের অনেকের ব্যক্তি অবস্থান ছিলো পরিবার বা সমাজ জীবনে অনুকরণীয় ও প্রশংসনীয়।



এরই লক্ষ্যে আমি এসপি এম আর চৌধুরীর জীবনের কিছু ঘটনা সংক্ষিপ্ত ভাবে আগে তুলে ধরেছি। তেমনি এখন তুলে ধরছি আরো একজন গুণী ও অবসর জীবনে সর্বজন শ্রদ্ধেয় পুলিশ অফিসার এএসপি লুৎফুর রহমান জায়গীরদার এর সংক্ষিপ্ত জীবনাচরণ। যা ছিলো আমাদের সমাজের অনেক মানুষের কাছে প্রশংসনীয়। তিনি ছিলেন বহু প্রতিভায় সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী। রাজনীতিবিদ (অবসর জীবনে), আইনবীদ, পুলিশ অফিসার এবং শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন সবার কাছে গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব।

সিলেট মহানগরীর অভিজাত এলাকা হাউজিং এস্টেটে ছিলো তার বাসাবাড়ি। সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি নিজে এবং তার বাড়ি ছিলো ব্যস্ততায় ভরপুর। তিনি ছিলেন সে সময়ে মহানগরীর অনেকের কাছেই একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার পরিবারের সন্তান।

আমি নিজে তার ব্যক্তি চরিত্রকে সম্মানের সাথে স্মরণ করি। তার নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলের আমি ছিলাম একজন ইউনিয়ন দায়িত্বশীল। এবং আমি ছিলাম তার বড় ছেলে জুলকারনাইন জায়গীরদার (কর্ণেল) এর বন্ধু। একসময় যখন তার বয়স বেড়ে গেলো এবং তিনি যখন আর বাইরে গিয়ে দলের নেতৃত্ব বা কর্মতৎপরতায় অংশ নিতে পারতেন না তখন অত্র এলাকার দায়িত্বশীল হিসাবে আমাকে তার সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন সময় তার মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত নিতে হতো।

এমনই অবস্থায় যখনই আমি তার কাছে যেতাম, তার কাছ থেকে আমি যে ব্যবহার পেতাম তাও ছিলো আদর্শের প্রতীক। পুত্রতুল্য মানুষটিকে তিনি যেভাবে বরণ করতেন বা আমার সাথে যে আচার-আচরণ করতেন তা ছিলো সমাজ সভ্যতায় শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয়।

জনাব লুৎফুর রহমান জায়গীরদার এবং তার স্বনামধন্য পুত্র প্রিয় বন্ধু জুলকারনাইন জায়গীরদার এখন পরজগতের বাসিন্দা। মহান রব মেহেরবানী করে উনাদের জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শুরুতেই বলছি এসব গুণী ও যোগ্য পুলিশ অফিসারদের সম্পর্কে এ লেখার লক্ষ্য একটাই আর তাহলো অতীত এবং বর্তমান সময়ের পুলিশ চরিত্রের যে ভিন্নতা সে সম্পর্কে জানা। জনাব লুৎফুর রহমান জায়গীরদারের অবস্থান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করার পর আজ আরেকজন পুলিশ অফিসারের কথা উল্লেখ করছি। উনি হলেন পুলিশ বাহিনীর এসপি দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন। উনি ছিলেন বর্তমান ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলার এক সুসন্তান। ঢাকা মহানগীর কলা বাগানের তল্লাবাগে ছিলো তার বাসাবাড়ি। সিআইডি ফিঙ্গার প্রিন্টের এক্সপার্ট ও এসপি হিসাবে মালিবাগ অফিসে কর্মরত থেকে সম্ভবত অবসর নিয়ে ছিলেন। অবসর পরবর্তী সময়ে বা এর কিছু আগ থেকে আর উনার সাথে দেখা সাক্ষাৎ এর সুযোগ হয়নি। নিজের পেশাগত জীবনে ব্যস্ত হওয়ায় এবং বেশির ভাগ সময় বিদেশে থাকাই এ দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ। কর্মজীবনে দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন ছিলেন সিলেট কতোয়ালী থানা ও তৎকালীন বিয়ানী-বাজার থানার ওসি। এরই সুবাধে দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন ছিলেন আমার শ্বশুর সাধারণ বীমার ডেপুটি ম্যানেজার প্রয়াত আবুল হোসন সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন ঢাকায় দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে প্রায়ই সিলেটে বেড়াতে আসতেন। সিলেট আসলে আমার শ্বশুর বাড়ীতেই থাকতেন। আসার পথে ঢাকা থেকে মিষ্টি-মন্ডা অনেক কিছুই নিয়ে আসতেন। সেসময়ের ঢাকার সুস্বাদু মিষ্টি আমাদেরও খাওয়ার সুযোগ হতো। বেড়াতে এসে উনি সিলেট শহরে বের হলেই আমার সেলাইয়ের (দি জিনি টেইলার্স) দোকানে আসতেন, বসতেন গল্প গুজব করতেন। এসবে শরীক হতে বা দ্বীধাহীন না থাকতে আমাকে আলাপ প্রসঙ্গে প্রায়ই বন্ধু বলে ডাকতেন।

আমি যাতে এতে বিভ্রান্ত না হই তাই তিনি সাথে সাথে বলতেন আরে জামাই তোমাকে বন্ধু না বলে এখানে আড্ডা দেই কিভাবে। শ্বশুর-জামাই কি এক সাথে আড্ডা দিতে পারে, এসব তো লোকচক্ষে বেমানান। তাই তোমার এখানে যতক্ষণ বসবো আড্ডা দিবো ততক্ষণ তুমি বন্ধু। আর তোমার শ্বশুর বাড়ী বা আমার বাড়িতে যখন তুমি যাবে তখন তুমি হবে আমার, আমাদের মেয়ে জামাই।

এমনই একজন উদার মানসিকতার ব্যক্তি পেশাগত জীবনেও ছিলেন খুবই দক্ষ ও সহযোগিতা গুণে সমৃদ্ধ মানুষ। সিলেট অঞ্চলের কোনো লোক বা লোকদের ঢাকায় পুলিশ বাহিনী সম্পর্কিত আইনি সহযোগিতা দিতে তিনি ছিলেন সবসময় উদার। এর কারণ পেশাগত জীবনে সিলেটে অবস্থানকা-লীন সময়ে সিলেট অঞ্চলের মানুষের সাথে তার আন্তরিকতা।

আমার নিজের চোখে দেখা কিছু কিছু সহযোগিতার কথা এখনো স্মৃতিতে জাগরিত। এ সময়ে দেশের পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের কাছে এসব সহযোগিতার আশা হবে দুরাশা। কারণ, বর্তমান সময়ের পুলিশ বাহিনীর কাছে এধরনের সহযোগিতায় প্রয়োজন হয় রাজনৈ-তিক পরিচয় আর উপযুক্ত মাসোয়ারা। অথচ দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন সাহেবেরা রাজনৈ-তিক পরিচয় বা বিনিময় ছাড়াই অনেক জনস্বার্থের কাজে জড়িয়ে যেতে দেখেছি। অসততা দমন করে সাধারণ নাগরিকদের কাছে নিজের যোগ্যতা বিজ্ঞতা জাহির করাই ছিলো যেনো এর একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু, দু:খের বিষয় আজ আমরা দেশে ও সমাজে পুলিশ বাহিনীর কি অশুভ বিপরীত কর্ম দেখি বা দেখলাম। অতীতে প্রায়ই সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবন বাজি রেখে যে পুলিশ বাহিনী বা তার অফিসার নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। তাদের উত্তরসূরি পুলিশ বাহিনী আজ অশুভ শক্তির পক্ষ নিয়ে দেশের সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা, গুম ও নির্যাতন করে ধন্য মনে করেছে।

সেবায় নিয়োজিত পুলিশ আজ নিজ আদর্শ ভুলে ঘাতকে পরিণত হয়েছে। অথচ পূর্বসূরি পুলিশ বাহিনীর চরিত্র কিন্তু এতো নিম্নমাণের ছিলো না।

দেওয়ান হাফিজ উদ্দিনের সেবা কর্মের দু একটি বিবরণ আগামী সংখ্যায় আশা রাখি তুলে ধরবো। তুলে ধরবো এসপি সিরাজুল ইসলাম, এসডিপিও ফয়েজ আহমেদ, এএসপি রফিকুল ইসলাম মজুমদার সহ কয়েকজন যোগ্যতম অফিসার ইনচার্জ ও তাদের সহযোগীদের কিছু সেবা কর্মের বিবরণ। (চলমান)

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর


MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

বাস্তবতা মেনে নিন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু মহাপ্রভূ ইস্যুতে গোটা ভারতবর্ষজুড়ে যে মাতম শুরু হয়েছে, মনে হচ্ছে তারা নিজেরাই যেন একটা পক্ষ হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা ইস্যু ধামাচাপা পড়ে বিরোধে জড়িয়ে গেছে দুই দেশ!

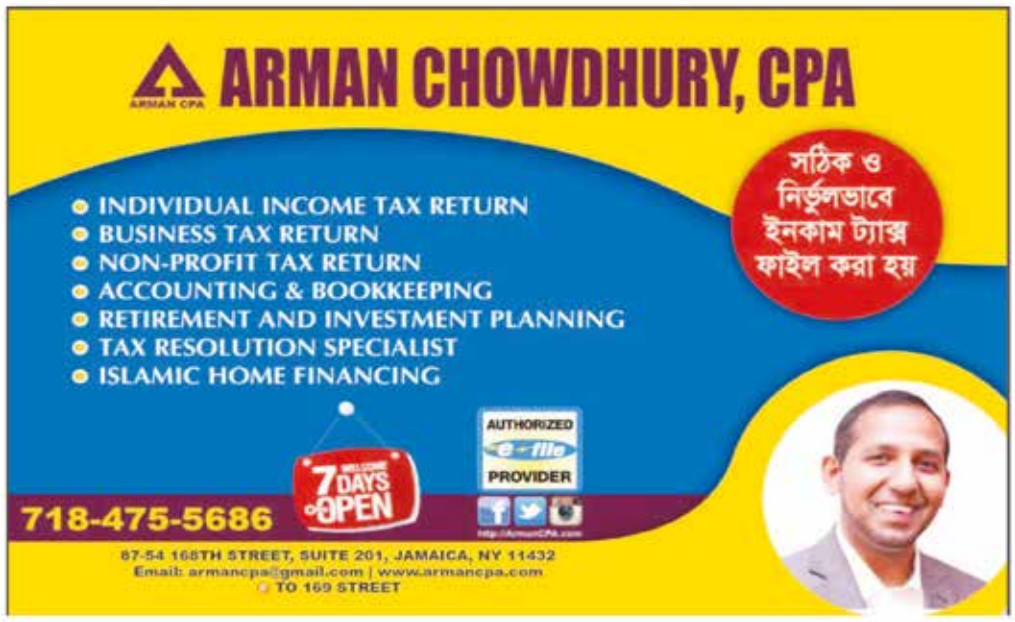
এটা একেবারেই অনাকাংখিত ছিল। দেড় দশকে শেখ হাসিনা ভারতের অনেক কাজ করে দিয়েছেন। নিজেই বলেছে ভারতকে যা দিয়েছি সারা জীবন মনে রাখবে। মনে রেখেছে। মনে রেখেছে বলেই সাড়া বিশ্বে অচ্ছুৎ বিবেচিত হলেও একমাত্র ভারতই তাকে ঠাঁই দিয়েছে। মনে করা হতো শেখ হাসিনা ছিলেন ভারতের আশীর্ব্বাদধন্য। বিরোধীরা বলতো সেবাদাস। কিন্তু ৫ আগষ্টের পর থেকে ভারতীয় মিডিয়ায় শেখ হাসিনার জন্য আহাজারী বিশেষ করে গত কয়েকদিনে মহাপ্রভূ ইস্যুতে অভূতপূর্ব মাতমে মনে করা হচ্ছে শেখ হাসিনাকে নাম কা ওয়াস্তে রেখে দেশটা যেন কার্যত তারাই চালিয়েছে! কিছু কিছু মিডিয়ার বিচিত্র সব লম্ফঝম্ফ দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা এখন গৌন। গুজব বানোয়াট অসত্য বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে একেবারে একটা যুদ্ধাবস্থা তৈরী করা হয়েছে। কেউ বলছে ভারত হামলা করে বাংলাদেশ দখল করে নেবে, কেউ খবর দিচ্ছে সার্জিকেল স্ট্রাইকের। কেউ চাইছে চট্টগ্রাম নিয়ে নিতে কেউ বা পশ্চিমের লাগোয়া কোন কোন জেলা! সোস্যাল মিডিয়া খুললে রীতিমত যুদ্ধের দামামা। আনন্দবাজার হিন্দুস্তান টাইমস হিন্দু ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মত পত্রিকা এই গুজব যুদ্ধে শামিল! মিছিল বিক্ষোভ দুতাবাসে হামলা পতাকা পোড়ানো বানিজ্য বন্ধ ভিসা বন্ধ হোটেল বন্ধ এমনকি বাংলাদেশী রোগীদের জন্য চিকিৎসাও বন্ধ! ভাবখানা এমন এসব করেই ইউনূস সরকারকে ফেলে দিয়ে শেখ হাসিনাকে এনে আবার বসিয়ে দেওয়া যাবে! সেদিন এক পন্ডিতকে ভবিষ্যৎবাণী করতে শুনলাম এই মাত্র কয়েকটা দিন, জানুয়ারী-তে ট্রাম্প গদীতে বসলেই আওয়ামী লুটেরাদের দু:খের রজনী শেষ হবে!

'সংখ্যালঘু নির্যাতন' একটা পুরনো রাজনৈতিক ইস্যু। বাংলাদেশে এই ইস্যুটার ব্যবহার বেড়ে যায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে থাকলে। আবার সংখ্যালঘু নেতারাই বলেন সংখ্যালঘু নির্যাতনটা বাস্তবিকভাবে কার্যকর হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে। বাংলাদেশ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছর ধরে সকল ধর্মাবলম্বি একত্রে পাশাপাশি বাস করে আসছে, কখনও কোন সমস্যা হয় নাই। এখানে শুধু ধর্মবিশ্বাষের কারনে কোন ভিনধর্মীকে হত্যা করা হয় না। মন্দিরে পুজাপাঠ অবস্থায় কোন পন্ডিত বা সেবায়েতকে খুন করার নজীর নাই। এ দেশে কোন মন্দিরের নীচে মসজিদ আবিষ্কার হয় না। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানানো হয় না। বা কোন পূজা-অর্চনাকারিকে লাথি মেরে মন্দির থেকে বের করে দেওয়া হয় না। সারা দেশে অসংখ্য মন্দির মন্ডপ আছে, অ ধিকাংশ একেবারেই অরক্ষিত। পথের ধারের এইসব উপাসনালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বা রা তের আধা রে কোন দুষ্টু লোক যদি ঢিল মেরে মূর্তির ক্ষতিসাধন করে সেটা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা না। পুরান ঢাকার বিশ্বজিৎকে যখন কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাকে কেউ সংখ্যালঘু নির্যাতন বলে নেই। তেমনি রাজনৈতিক কারনে বা অন্যায় অপরাধের দায়ে কোন সনাতন ধর্মবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিলে তাকেও সংখ্যালঘু নির্যাতন বলার অবকাশ নাই। পি কে সাড়ে তিন হাজার কোটী টাকা মেরে ভারতে পালিয়েছে, তাকে ধরে এনে জেলে ঢোকালে কি তা সংখ্যালঘু নির্যাতন হবে!

বিষয়গুলো সবাই বোঝে। তারপরও কেউ যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এগুলোকে ইস্যু বানায় তা সমর্থন করা যায় না। ভারতের রাজনীতিকরা অনেক অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ। তাদেরকে এই নোংড়া খেলায় ইন্ধন যোগাতে দেখলে অবাক হতে হয়। অবশ্য সে দেশের সরকার কিছুটা রাশ টেনে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ। তারা যদি বুঝে থাকেন এইসব কার্ড খেলে শেখ হাসিনাকে এনে বসিয়ে দেওয়া যাবে না, শেখ হাসিনাকে ফিরতে হলে রাজনৈতিকভাবেই ফিরতে হবে বা বাংলাদেশে তাদের স্বার্থগুলো ধরে রাখতে হলে বর্তমান সরকার অথবা যখন যে সরকার থাকে, সর্বোপরি বাংলাদেশের জনগনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে- তাহলে উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজন-ক। ভারতের প্রাজ্ঞ রাজনীতিক বা থিংকট্যাংকগুলো তেমন পথ অনুসরনের পরামর্শই দিচ্ছেন। আশা করবো উন্মাদনা উত্তেজনা কমিয়ে সে দেশের সরকার এবং দলগুলো বাস্তবতা মেনে নেবেন।

বছরে ১৩ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট, শুধু ট্যুরিজম থেকে বছরে ২৫ হাজার কোটী ভারতীয় রুপী, মেডিক্যাল ট্যুরিজম সাথে রেমিট্যান্স বাবদ কয়েক বিলিয়ন ডলার। ভিসা বন্ধ, চিকিৎসা বন্ধ বাণিজ্য বন্ধু হোটেল বন্ধ, লাভটা কিন্তু আখেরে বাংলাদেশেরই হবে। কত বিলিয়ন ডলার বেঁচে যাবে কেউ হিসাব করে দেখতে পারেন। চাল ডাল আলু পেয়াজ রপ্তানীর মত দেশ আরও আছে। বাংলাদেশের মানুষ একেবারে না খেয়ে মরবে না!









Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

Bangladesh Society, Inc
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

নব নির্বাচিত কমিটির

অভিষেক

ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর
সোমবার
সন্ধ্যা ৬:০০

তিব্বতিয়ান কমিউনিটি সেন্টার
57-12 Tibet Way, 32nd Ave
Woodside, NY 11377

অনুষ্ঠান সূচী: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান • বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা • বাংলা স্কুলের পরিবেশনা • শপথ গ্রহণ • আলোচনা সভা • সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান • নৈশ ভোজ

সুধী,

আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ (২০২৫–২০২৬) এর অভিষেক এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

অভিষেক উপ-কমিটি

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

ফারহানা চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫

মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
সদস্য সচিব
৭১৮-৩১২-৯৭২১

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
যুগ্ম-আহ্বায়ক

টিপু খান
সমন্বয়কারী

শাহ মিজানুর রহমান
যুগ্ম-সদস্য সচিব

সদস্য: ফারুক চৌধুরী, মোঃ নওশেদ হোসেন, আবুল কালাম ভূইয়া, আবুল বাশার ভুঁইয়া ও মোঃ সাদী মিন্টু

স্মরণিকা উপ-কমিটি

ফয়সল আহমদ *(সম্পাদক)*
মো: আখতার বাবুল *(সহকারি সম্পাদক)*

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

ডা: শাহনাজ লিপি *(আহ্বায়ক)*
অনিক রাজ *(যুগ্ম-আহ্বায়ক)*
প্রদীপ ভট্টাচায ও সুশান্ত দত্ত *(সদস্য)*

আমন্ত্রনে

আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-৩০২-০৪৪৩

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ**, *প্রচার সম্পাদক* || www.bangladeshsocietyinc.com



সফলতার ২৮ বছর
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১২ : সোমবার, অগ্রহায়ণ ২৪, ১৪৩১ / জমাদিউস সানি ৬, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 12, December 9, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.

'সিটি অফ ইয়েস' আবাসন পরিকল্পনার অনুমোদন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের পাঁচ বিলিয়ন ডলারের 'সিটি অফ ইয়েস' আবাসন পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছে সিটি কাউন্সিল।

এই পরিকল্পনার আওতায় নিউইয়র্কের পাঁচটি বোরোতে আগামী পনের বছরে আশি হাজার নতুন বাড়ি তৈরির করা হবে। বৃহস্পতিবার ৩১-২০ ভোটে সিটি কাউন্সিলের পরিকল্পনাটি পাস হয়।

মেয়র এরিক অ্যাডামস জানান, এই পরিকল্পনা সিটির ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিবে। এদিকে ভোটের পর এক বিবৃতিতে গভর্নর কেথি হোকুল বলেন, ক্রয়ক্ষমতার সংকট মোকাবেলার একমাত্র লক্ষহলো নতুন আবাসন তৈরি।

সাঈদ তারেকের কলাম

বাস্তবতা মেনে নিন উত্তেজনা কমান



বিরোধটা ছিল শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশের জনগনের। ১৬ বছরে ইতিহাসের নিকৃস্টতম স্বৈরাচার কায়েম করে গুম খুন বেশুমার লুটপাটের মাধ্যমে অর্থনীতি ফোকলা করে দিয়ে সর্বশেষ হাজার দেড়েক মানুষ খুন করে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। দুনিয়ার কোন দেশে ঠাঁই না হওয়ায় মানবিক কারনে ভারত সাময়িক
বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

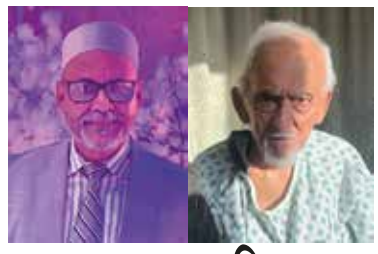
জ্যাকসন হাইটসে প্রকাশ্যে স্বর্ণের দোকানে লুট, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের জনবহুল ৭৪ স্ট্রিটের একটি জুয়েলারীর দোকানে প্রকাশ্যে স্বর্ণ লুট করে নিয়েছে সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্যরা। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ৩৪ এভিনিউয়ের ৭৪ স্ট্রিটে অবস্থিত আবিদ জুয়েলার্স এর সামনের ডিসপ্লে কাঁচ ভেঙে বেশ কিছু স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় মুখোশধারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্যরা। প্রকাশ্যে এমন লুটের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়েছে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। পুলিশ ও ফেডারেল গোয়েন্দারা ওই মুখোশধারীদের সন্ধানে ও এমন ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আবিদ জুয়েলার্সের মালিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, ঘটনার সময় চার/পাঁচ জনের মুখোশধারী কালো কাপড় পরিহিত একটি দল আবিদ জুয়েলার্স এর সামনে এসে হাতুরি দিয়ে ডিসপ্লে কাঁচ ভেঙে ফেলে। ডিসপ্লে শো-কেসে থাকা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এ সময় আশেপাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে থাকা লোকজন ও পথচারীরা
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠা



জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ও উপদেষ্টার জন্য দোয়া কামনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও অন্যতম উপদেষ্টা ছদরুন নূর অসুস্থ হয়ে নিউইয়র্কের পৃথক দুটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম জানান, বদরুল খান মাইনর স্ট্রোকের শিকার হলে তাকে কুইন্সের কিউ গার্ডেনের নর্থশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। অপরদিকে ছদরুন নূর লং আইল্যান্ডের এলআইজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

এটিভি'র অনলাইন-অ্যাপসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে এটিভি ইউএসএ এর অনলাইন পোর্টাল ও অ্যাপসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১ ডিসেম্বর রোববার নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনলাইন পোর্টাল ও অ্যাপসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ইস্যু; যা বললো যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত সহিংসতার দাবিতে সরব ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবরকে বারবার অতিরঞ্জন বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এরই মধ্যে বিষয়টি আবারও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আলোচনায় ওঠে এসেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কথিত সহিংসতার বিষয়ে কথা বলেছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের উর্দু ও হিন্দিভাষী মুখপাত্র মার্গারেট ম্যাকলিয়ড।
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়

রুহুল-জাহিদ প্যানেলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে জয়ী হতে পারলেও বিজয়ী সেলিম-আলী প্যানেলের সাথে কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে রুহুল-জাহিদ প্যানেল। গত ২ ডিসেম্বর উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত রুহুল-জাহিদ প্যানেল আয়োজিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্যানেলের সকল সদস্যরা। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজয়ী সেলিম-আলী প্যানেলের নব নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী রুহুল-জাহিদ
বাকি অংশ ০৩ পৃষ্ঠায়

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য অভিষেক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে 'আমাদের ঢাকা, আমাদের অহংকার' স্লোগানে উজ্জীবিত ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র নতুন কার্যকরী কমিটির (২০২৪-২০২৬) বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ।

৩০ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেলের বলরুমে এ অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মূলধারার রাজনীতিক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াস আহমেদ বলেন, 'আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের সম্প্রীতির ঐতিহ্য, সৌহার্দ্যরে বন্ধন অটুট রেখে কল্যাণমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগিতার পাশাপাশি ফেলে আসা প্রিয় স্বদেশের উন্নয়নে নিবেদিত থাকতে চাই।' তিনি বলেন, 'প্রবাস প্রজন্মকে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও কালচারের সাথে পরিচিত রাখতেও ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনের গুরুত্ব
বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ৪১ জন পেলেন এনআরবি এ্যাওয়ার্ড

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে অনাবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) ১৪ তম পুরস্কার পেলেন দেশ ও প্রবাসের শিল্পী ও কলা-কুশলীসহ ৪১ জন। গত ১ ডিসেম্বর রোববার রাতে কুইন্স প্যালেসের মিলনায়তনে শো টাইম মিউজিক এনআরবি নামে এ পুরস্কারের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে একে একে ৪১ জন শিল্পী ও কলা-কুশলীর নাম
বাকি অংশ ০৩ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ১৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ:

পেশাগত কারনেই নানা ব্যস্ততায় সময় কাটে। অনেক সময় 'বিজি ফর নার্থিং' অবস্থা। এমনি এক অবস্থায় জ্যামাইকায় গেলো সপ্তাহের এক আড্ডায় নানান কথা উঠে আসে। চায়ের কাপে ঝড় তোলার পাশপাশি ২/১জন কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন- আপনারা নিউইয়রে সাংবাদিকরা কমিউনিটির বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছেন? ধরা-কে সড়া জ্ঞান করছেন? অযোগ্য লোকদের যোগ্য করে তুলছেন, কাঁচা অর্থের মালিকরা 'কমিউনিটি বনে' তুলছেন? আরো কতো কি? ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীন চেতা মানুষ আর একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আত্নসমালোচনায় বিশ্বাসী। তাদের কেউ কেউ এমন প্রশ্নে সাথে নিজেদের জড়িয়ে বললেন- নিউইয়র্ক থেকে এত্তো এত্তো পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তাও আবার ফ্রি? পত্রিকা কেনো ফ্রি
বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

চট্টগ্রাম সমিতির নব নির্বাচিতদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির আঞ্চলিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতির নতুন নির্বাচিত কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি এ দায়িত্ব হস্তান্তর করে। প্রায় উনিশ মাস দায়িত্ব পালন শেষে অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির যাবতীয় বিষয় নতুন
বাকি অংশ ০৩ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com